NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আজ ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ

রোহিত, বিরাটের পর মহম্মদ শামির টি২০ ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ৮

কলকাতা ১২ জানুয়ারি ২০২৪ ২৬ পৌষ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২১১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 12.1.2024, Vol.17, Issue No. 211, 8 Pages, Price 3.00

চিন্তা বাড়াচ্ছে নতুন স্ট্রেন

করোনা সংক্রমণ এড়াতে মাস্ক পরার নির্দেশ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে করোনা পরিস্থিতি ফের উদ্বেগ বাড়াতে শুরু করেছে। কেরলের মত দেশের কয়েকটি রাজ্যেও করোনার নতুন স্ট্রেন মাথা চাড়া দিয়েছে। পরিস্থিতির গিকে সতর্ক নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এমনকী, মাস্ক পরার পরামর্শও রাজ্যবাসীকে দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে আবারও করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির কাছে মমতার পরামর্শ, যাতে আইসিসিইউগুলিকে ইনফেকশন মুক্ত রাখা হয়। তিনি বলেন, 'স্পেন, আমেরিকায় একটু বেশি কোভিড হচ্ছে। এখানেও কেরলে হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে গেলে বা হাটে বাজারে গেলে মাস্ক পরুন। কারণ বাইরে থেকে অনেক মানুষ রাজ্যে আসেন। আমেরিকার একটি স্ট্রেন ছড়াচ্ছে। তাই বলছি ভয় না পেয়ে, আতঙ্ক না ছড়িয়ে, সাবধানতার জন্য মাস্ক পরুন। আমরা জোর করে কিছু করছি না। ব্যবসায় কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু ভিড় জায়গায় যখন কেউ যাবেন, একটু সতর্ক থাকবেন।' বেসরকারি হাসপাতাল-নার্সিং হোম থেকে করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। তাই তাদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন,'প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলো থেকে কোভিডের নতুন স্ট্রেন ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। তাই সতর্ক করছি। তবে ভয় পাওয়ার কারণ নেই, আতঙ্ক ছড়ানোরও

দরকার নেই। সবাইকে বলব যতটা পারবেন ততটা সতর্ক থাকুন। আমাদের সরকারি হাসপাতালগুলোতে যেমন সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। আমি আমার নিজের পরিবারের দুইজন সদস্যকে হারিয়েছি করোনার কারণে। সতর্কতা তাই এখন থেকেই নিতে হবে। আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে।' ২০১৯ সালের শেষ দিক থেকে আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করেছিল করোনা। ২০২০ সালের শুরুতে তা বিরাট আকার নেয়। মারণ ভাইরাসের দাপটে ঘরবন্দি হতে হয়েছিল দেশবাসীকে। মেনে চলতে হয়েছে একাধিক নির্দেশ। তার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আয়ত্তে এসেছে। টিকাকরণ হয়েছে। দাপট কমেছে করোনার। একবছরের ব্যবধানে ফের মাথা চাড়া দিচ্ছে করোনা। বাংলায় বর্তমানে অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা ২৪৯। ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪০ জন। সেই কারণেই রাজ্যবাসীকে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

একযোগে লোকসভা-বিধানসভা ভোট

কেন্দ্রের প্রস্তাবিত নীতির তীব্র বিরোধিতা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা ভোটের সঙ্গে সব রাজ্যের বিধানসভা ভোট একযোগে করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত নীতির তীব্র বিরোধিতা করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বাধীন উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সচিব নীতেন চন্দ্রকে চিঠি লিখেছেন। সেখানে নিজের আপত্তির পক্ষে যুক্তি দিয়ে মমতা বলেছেন, ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। সংবিধানে সেই শর্তের কথা রয়েছে। কোথাও 'এক দেশ এক সরকারের' কথা বলা নেই। এই মৌলিক বিষয়টি এড়িয়ে 'এক দেশ এক ভোট'-এর কথা ভাবা যায় না।

যেভাবে এই উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে, তারও সমালোচনা করে তিনি বলেন, সকলের মতামত নিয়ে এই কমিটি তৈরি করা হয়নি। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। অথচ কমিটিতে কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেই রাখা হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী বলেন, রাজ্যস্তরে নির্বাচনের আঙ্গিক এক রকম থাকে। জাতীয় স্তরে থাকে অন্যরকম। এক সঙ্গে ভোট করাতে গেলে এই ফারাকটা থাকবে না। কোনওভাবে জাতীয় স্তরের বিষয় দিয়ে রাজ্যের ভোট করানো যায় না।

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে তিনি বলেন, স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে কুক্ষিগত করতে চাইছে। তিনি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। তাই এই প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করেছেন।

'লক্ষণরেখা' অতিক্রম না করার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বুধবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে আদালতের বাইরে বিচারপতির বিভিন্ন মন্তব্যের বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তার পরদিনই সেই প্রসঙ্গে প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতি সম্পর্কে সরাসরি মন্তব্য এড়িয়েই গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সেখানে তাঁকে নাম না করে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। বলা হয়, হাইকোর্টের এক বিচারপতি আদালতের বাইরে বিচারাধীন বিষয় নিয়ে নানা মন্তব্য করছেন। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য কী? মমতা বলেন, 'আমাকে এ সব প্রশ্ন করবেন না! বিচারব্যবস্থা নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। আমি আমার লক্ষণরেখা জানি। আপনারাও সেই রেখা অতিক্রম করবেন না।' বিচারব্যবস্থা নিয়ে যে মন্তব্য করা যায় না, তা জানেন অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং প্রশাসক মমতা। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি তাঁর 'গণ্ডি' মেনে চলছেন। এই পর্যন্ত বলেই মমতা থেমেছেন। কিন্তু যা বলেননি, তার 'তাৎপর্য'ও কম নয়। প্রশাসনিক মহলের অনেকেই মনে করছেন, নিজের লদণরেখার কথা বলে আসলে সকলকেই তাঁদের 'লদণরেখা' বা 'সীমা'র কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এক নজরে

রাজধানী-সহ উত্তর ভারতে ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি: ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাঝারি মানের কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি-সহ সংলগ্ন অঞ্চলে। এছাড়া জম্মু-কাশ্মীরেও কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল আফগানিস্তান। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.১। যার প্রভাব পড়ে পাকিস্তান-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। ন্যাশনাল সিসমোলজি সেন্টার সূত্রে খবর, এদিন দুপুর ২টো ৫০ মিনিট নাগাদ জোরাল ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠ আফগানিস্তান। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.১। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের ২৪১ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে হিন্দুকুশ অঞ্চলে।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

৩১ থেকে শুরু বাজেট অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি: অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের ন'দিন পরে, আগামী ৩১ জানুয়ারি শুরু হতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের দ্বিতীয় দফায় সংসদের শেষ বাজেট অধিবেশন। ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ভোট অন অ্যাকাউন্ট (অন্তর্বর্তী বাজেট) পেশ করতে পারেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ৯ ফেব্রুয়ারি শেষ হতে পারে অধিবেশন। বৃহস্পতিবার সরকারি সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে বলে সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। লোকসভা ভোটের বছর হওয়ায় এ বার পূর্ণাঙ্গ বাজেট অধিবেশন হবে না। সাংবিধানিক রীতি মেনে অর্থমন্ত্রী লোকসভায় পেশ করবেন ভোট অন অ্যাকাউন্ট। লোকসভা ভোটের পরে নতুন সরকার লোকসভায় পেশ করবে পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তাব।

বিলকিস কাণ্ডে নিখোঁজ!

আমদাবাদ, ১১ জানুয়ারি: বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় ১১ জন দোষী সাব্যস্তকে কার্যত জেলে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এর জন্য সময়ও বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এর মধ্যেই প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশ্যে এসেছে, ১১ জনের মধ্যে ৯ জনের হদিশ মিলছে না! গুজরাতের দাহোদ জেলার পাশাপাশি দুই গ্রাম বাড়ি দোষীদের। ৯ জনের বাড়িতে তালা ঝুলছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এমন ঘটনায় নতুন করে দোষারোপ শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, ভয়ংকর অপরাধে দোষীরা পলাতক না কি কেউ বা কারা ওদের গা ঢাকা দিতে সাহায্য করছে? এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্থানীয়রা।

সন্দেশখালিকাণ্ডে ইডির বিরুদ্ধে তদন্তে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন বিচারপতি মান্থার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির ঘটনায় ইডির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। সেই তদন্তে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত ইডির বিরুদ্ধে করা এফআইআর নিয়ে কোনও তদন্ত করতে পারবে না পুলিশ।

রেশন 'দুর্নীতি'কাণ্ডে তল্লাশি চালাতে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে গিয়েছিল ইডি। কিন্তু শাহজাহানকে পাওয়া যায়নি। উল্টে ওই বাড়ির সামনে বিক্ষোভের মুখে পড়েন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। তাদের বিক্ষুব্ধ জনতার মারও খেতে হয়। তিন জন ইডি আধিকারিককে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল ওই ঘটনার পর। সন্দেশখালির ঘটনায় ইডির বিরুদ্ধেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্তে স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। রাজ্যের কাছে এই ঘটনার কেস ডায়েরিও তলব করা হয়েছে। ইডির বিরুদ্ধে করা এফআইআর নিয়ে হলফনামা দিতে হবে রাজ্যকে।

মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার ইডির আইনজীবী এসভি রাজু এবং ধীরাজ ত্রিবেদী জানান, রেশন নিয়ে বড় দুর্নীতি হয়েছে। তার অনুসন্ধানেই ইডি সন্দেশখালিতে তল্লাশি অভিযানে গিয়েছিল। সেখানে আধিকারিকদের আক্রমণ করা হয়েছে। উল্টে সেই আধিকারিকদের বিরুদ্ধেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

বিচারপতি মান্থা জানতে চান, ইডি আধিকারিকেরা কি শাহজাহানের বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন? ইডি জানায়, অনেক চেষ্টা করেও বাড়িতে তারা ঢুকতে পারেনি। অনেক বার শাহজাহানকে ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মোবাইল ব্যস্ত ছিল। ইডির অনুমান, ওই সময়েই তিনি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করছিলেন। তাঁর ফোন ঘেঁটে জানা গিয়েছে, অন্তত ২৮ বার ফোন করা হয়েছে ওই সময়ের মধ্যে। অথচ, ফোনের টাওয়ার লোকেশন অনুযায়ী, শাহজাহান সেই সময়ে বাড়িতেই ছিলেন। ইডির দাবি, প্রায় তিন হাজার লোক বাড়ির সামনে জড়ো করেছিলেন তৃণমূল নেতা। সবটাই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত এবং আইনজীবী দেবাশিস রায় জানান, সুপ্রিম কোর্টের ললিতা কুমারী রায় মোতাবেক অভিযোগ পেয়ে পুলিশ এফআইআর গ্রহণ করেছে।

সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে একই দিনে তিনটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল স্থানীয় থানায়। তার মধ্যে দু'টি এফআইআরের বয়ানে মিল নেই। বিচারপতির প্রশ্ন, এফআইআর গ্রহণ করার আগে পুলিশ কি ন্যূনতম অনুসন্ধান করেছিল? তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'ধরুন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপর আক্রমণ হয়েছে। ন্যূনতম অনুসন্ধান না করেই কি সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর লিখতে বসে যাবেন? আপনার রায় কি সে কথা বলছে? পুলিশের দুটো অভিযোগ নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে। একটি ঘটনার সঙ্গে অন্যটি মেলানো যাচ্ছে না।'

বিচারপতির মন্তব্য, 'প্রথমে একটি বয়ানে পুলিশ এফআইআর নিল। ওসি স্বাক্ষর করে দিলেন। আবার দুপুরে আর এক জন গিয়ে থানায় উল্টো ঘটনা বললেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেও এফআইআর করা হল। আর তাতেও ওসি স্বাক্ষর করে দিলেন!'

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'পুলিশের এক বারও মনে হল না, একটু আগে এই একই ঘটনা নিয়ে এফআইআর গ্রহণ করা হয়েছে? আগে যিনি এসেছিলেন তিনি অন্য কথা বলেছেন! তখন দ্বিতীয় জনকে পুলিশ তো সে কথা বলবে! তা না করে চোখ বন্ধ করে ওসি স্বাক্ষর করে দিলেন! পুলিশের এটা কী ধরনের বোকামি?'

বিচারপতি জানান, এ ক্ষেত্রে কোনও চালাকি হয়ে থাকতে পারে। তাই কোন এফআইআর আগে হয়েছে এবং কোনটি পরে হয়েছে, তা বোঝার জন্য তিনি এফআইআরের কপি সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে পারেন বলে জানিয়েছেন। আগামী ২২ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি। তত দিন পর্যন্ত ইডির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর নিয়ে পুলিশ কোনও তদন্ত করতে পারবে না।

সন্দেশখালিকাণ্ডের রাজ্যের ভূমিকা জানতে চেয়ে স্বরাষ্ট্রসচিব ও মুখ্যসচিবকে তলব করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব।

'ছেলেকে দেখে যাও...'

ফাইল চিত্র

বেঙ্গালুরু, ১১ জানুয়ারি: চার বছরের শিশুপুত্রকে খুন করার দিন কয়েক আগেই প্রাক্তন স্বামীকে ছেলের সঙ্গে দেখা করে নেওয়ার কথা বলেছিলেন সূচনা শেঠ। বেঙ্গালুরুর স্টার্টআপ সংস্থার সিইও-র সন্তানের হত্যার ঘটনার তদন্তে এমনই তথ্য উঠে এল পুলিশের হাতে। তদন্ত চলাকালীন পুলিশ জানতে পেরেছে যে, গত ৬ জানুয়ারি প্রাক্তন স্বামী বেঙ্কট রামনকে মেসেজ করেছিলেন সূচনা। বেঙ্কট চাইলে পরের দিন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারেন বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সূচনা ছেলেকে নিয়ে গোয়া চলে যাওয়ায় দেখা করতে পারেননি বেঙ্কট। এর পর ওই দিনই বেঙ্কট ইন্দোনেশিয়া চলে যান বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশের অনুমান, ছেলের সঙ্গে শেষ বার দেখা করার জন্যই প্রাক্তন স্বামীকে ডেকে পাঠান সূচনা। কিন্তু পরে মত বদলে দেন।

বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে মোদিকে চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তামিল, মালায়ালাম, ওড়িয়ার মতো আঞ্চলিক ভাষা যদি ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পায় তবে বাংলার মত আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন ভাষা কেন ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পাবে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাংলার অনেক আগেই ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই স্বীকৃতি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রাচীনত্ব-সহ যেসব মাপকাঠি মেনে প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় বাংলা ভাষা সেই সব মাপকাঠি পূরণ করে। ইতিহাস, প্রাচীন লিপি ও ভাষার বিবর্তন নিয়ে এই গবেষণা দেখাচ্ছে বাংলা ভাষার জন্ম ও বিবর্তন হয়েছে গত আড়াই হাজার বছর ধরে। পণ্ডিত ও সরকারি আধিকারিকদের দিয়ে এবিষয়ে চার খণ্ডে প্রামাণ্য গবেষণাপত্র তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি চিঠি দিয়েছেন। যেখানে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের নাম বদল করে বাংলা করার পুনরায় দাবি জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'বাংলার দীর্ঘদিন ধরে অনেক ব্যাপারেই বঞ্চিত। এমনকী কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিভিন্ন মাপকাঠি মেপে কোনও কোনও ভাষাকে ধ্রুপদী ক্লাসিকাল ভাষার স্বীকৃতি দেয়। এখনও পর্যন্ত স্বীকৃতি ধ্রুপদী ক্লাসিকাল ভাষা-তামিল (২০০০), সংস্কৃত (২০০৫), তেলুগু ও কন্নড় (২০০৮), মালায়ালাম (২০১৩) এবং ওড়িয়া (২০১৪)। আমি আজ একটি চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে পাঠিয়েছি। আমরা গবেষণামূলক তথ্য জোগাড় করে দেখেছি। ইতিহাস, প্রাচীন লিপি ও ভাষার বিবর্তন নিয়ে এই গবেষণা দেখাচ্ছে বাংলা ভাষার জন্ম ও বিবর্তন হয়েছে গত আড়াই হাজার বছর ধরে। এই ধ্রুপদী প্রাচীনতা এবার সরকারের স্বীকৃতির যোগ্য। আমরা অনেক পণ্ডিত ও অফিসারদের নিয়ে চার খণ্ডে প্রামাণ্য গবেষণাপত্র তৈরি করেছি। সেটায় দেখা যাচ্ছে, বাংলা অনেক আগেই ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা বঞ্চিত করা হয়েছে।'

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'অন্য রাজ্যের ক্লাসিক্যাল ভাষা যদি স্বীকৃতি পায়, তাহলে আমাদের ভাষা কেন পাবে না? আমাদের সবরকম পাওয়ার যোগ্যতা ছিল। কিন্তু অপদার্থতা আমাদেরই। কারণ, আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কখনও এটা নিয়ে ভাবেননি, চর্চাও করেননি। তাঁদের রাজনীতি নিয়ে যতটা মন ছিল, এসব করা নিয়ে কোনও মন ছিল না। এটা হয়ে গেলে, এটি একটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স তৈরি হবে। বাংলা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ভাষার মধ্যে একটি। আমরা গবেষণার মাধ্যমে বাংলার প্রাচীনতা ও ধ্রুপদী মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করলাম। কেন্দ্র এবার ক্লাসিক্যাল ভাষা হিসেবে বাংলাকে মেনে নিক। এই নিয়ে আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি দিচ্ছি।'

বিজেপির ন্যাজাট থানা অভিযানে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৫ দিন কেটে গেলেও খোঁজ নেই সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বৃহস্পতিবার ন্যাজাট থানা অভিযান করে বিজেপি। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে থানা ঘেরাও অভিযানকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ন্যাজাট থানায় পৌঁছনোর চেষ্টা করেন বিজেপির প্রতিনিধিরা। পুলিশ ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। শেষে ব্যারিকেডের সামনেই অবস্থানে বসে পড়েন সুকান্ত মজুমদার।

'যেভাবেই হোক ন্যাজাট থানায় ডেপুটেশন জমা দেব', বৃহস্পতিবার সকালে হুঙ্কার দিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার। নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ন্যাজাট থানা অভিযান করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তবে পুলিশের তরফেও বিজেপিকে রুখতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ন্যাজাট থানা থেকে ১ কিমি দূর পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ওই এলাকায় সুকান্ত-সহ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। পুলিশি বাধা অগ্রাহ্য করে একের পর এক ব্যারিকেড ভাঙতে শুরু করেন গেরুয়া শিবিরের নেতা-কর্মী। পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে

অবস্থান বিক্ষোভ সুকান্তর

পড়েন সুকান্ত। অভিযোগ, বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের প্রতিহত করতে মহিলা পুলিশকর্মীদের এগিয়ে দেওয়া হয়। পরে রাস্তার উপর ব্যারিকেডের সামনেই বসে পড়েন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। এরইমধ্যে এক মহিলা বিজেপি কর্মী দাবি করেন, তাঁর চুড়ি ভেঙে দিয়েছে পুলিশ। শাড়ি ধরে টানাটানি করেছে। সুকান্ত তাঁকে পরামর্শ দেন, 'পুলিশের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা করুন।' এরপর বিজেপির পাঁচজনের প্রতিনিধি দল কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ন্যাজাট থানায় যায়। তাঁদের বক্তব্য, একজন সাব ইন্সপেক্টর ওসি ডেপুটেশন নিলেন। এটা দুঃখজনক।

পঞ্চায়েতে বিপুল সংখ্যক শূন্য পদে কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিপুল সংখ্যক শূন্য পদে কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েতে ৭ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির এই সব শূন্যপদে শীঘ্রই নিয়োগ হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে দুটি স্তরে মোট ৭ হাজার ২১৬ জনকে নিয়োগ করা হবে। শীঘ্রই এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে নবান্ন।

রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, এদিন ক্যাবিনেট বৈঠকে রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের খালিপদে নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে শূন্যপদের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৫২টি এবং ৫৬৪টি শূন্যপদ রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতিতে। রাজ্য মন্ত্রিসভার গত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় দমকল বিভাগের ফায়ার অপারেটর পদে ১ হাজার জনকে নিয়োগ করা হবে। বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত নতুন নিয়োগের প্রস্তাবে সায় দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, এরই পাশাপাশি রাজ্য পুলিশে খুব শিগগির ১২ হাজার কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে। তার বিজ্ঞপ্তিও যে কোনওদিন প্রকাশ হতে পারে। এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেখানে মানস ভুঁইয়ার পাশাপাশি হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং অরূপ বিশ্বাস।

শশী পাঁজা জানান, মেটিয়াবুরুজে একটা বড় টেক্সটাইল হাব তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও হাওড়ার জগদীশপুরে (এমএসএমই আওতাধীন) ৩.৬ একর জায়গা জুড়ে নতুন হোসিয়ারি পার্ক গঠন করা হচ্ছে। এখানে নতুন ১৫টি শিল্প সংস্থা আসবে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে প্রায় ১০ একর জায়গার ওপর একটি সিমেন্ট কারখানা তৈরি হচ্ছে।

বস্তির নামককরণ আগেই উত্তরণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের বৈঠকে এ বিষয়ে আরও এক প্রস্থ সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, আর বস্তি বলা যাবে না। উদ্বাস্তু কলোনিও বলা যাবে না। এখন থেকে নাম হল স্থায়ী ঠিকানা। অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'এই উত্তরণ বা স্থায়ী ঠিকানায় যাঁরা রয়েছেন ইতিমধ্যে তাঁদের মধ্যে ৯৯ শতাংশ মানুষ পাট্টা পেয়েছেন। বাকি ১ শতাংশ মানুষের পারিবারিক কিছু সমস্যা থাকায় এখনও সেটা করা সম্ভব হয় নি। আমরা চেষ্টা করছি সেই সমস্যা মেটানোর।'

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতি বছরের মতো এ বছরেও মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গাসাগর মেলা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। যাকে কেন্দ্র করে সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নানের জন্য আসেন। এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার নামখানা ও কাকদ্বীপ স্টেশনের সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কার।

এদিকে পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতা/শিয়ালদহ থেকে নামখানা-লদীকান্ত পুর বিভাগে পূর্ব রেল ১২ টি অতিরিক্ত লোকাল ট্রেন চালানো হবে এবং ওই বিভাগের তিনটি লোকাল ট্রেন নামখানা-লদীকান্তপুর পর্যন্ত চালানো হবে।

বৃহস্পতিবার পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কার 'অনুসন্ধান কেন্দ্র', টিকিট বুকিং কাউন্টার, ট্রেন চলাচলের বিশেষ ঘোষণা সরেজমিনে ঘুরে দেখেন। সুরক্ষা ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে স্টেশনগুলোতে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা সহ যাত্রীদের সহায়তা করতে প্রচুর সংখ্যাতে স্বেচ্ছাসেবকও মোতায়েন করা হয়েছে পূর্ব রেলের তরফ থেকে।

গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় স্বীকৃতির দাবিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গাসাগর মেলায় কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগর কেন জাতীয় মেলার স্বীকৃতি পাবে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গঙ্গাসাগর প্রতি বছর হয়। কোটি কোটি লোক যাতায়াত করেন। এবার কুম্ভ নেই, কোটি লোক ছাড়িয়ে যাবে। এবার ২৫০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলায়। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত। আগের বার ৮০ লক্ষের বেশি মানুষ এসেছিল। বাংলা কেন সাহায্য পাবে না। বাংলা কেন জাতীয় মেলার স্বীকৃতি পাবে না। এই চিঠিও আমরা দিয়েছি।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের মন্দিরগুলির সংস্কারের জন্য সরকারি তরফে খরচ করা হয়েছে। আরও বহু মন্দির সংস্কার করা হবে। তিনি জানান, ১৬৫ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে কালীঘাটের জন্য। দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের জন্য ২০৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এছাড়াও কচুয়া, চাকলা, অনুকুল ঠাকুরের মন্দিরের জন্যও অর্থ সংস্থান হয়েছে। ইস্কনকে ৭০০ একর জমি দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে। জল্পেশ মন্দির সংস্কার হয়েছে। বীরভূমের কঙ্কালীতলা মন্দিরের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ। তারাপীঠের মন্দির সংস্কার হয়েছে। তারকনাথ মন্দির-সহ রাজ্যের একাধিক মন্দির সংস্কারের কাজ হয়ে গিয়েছে।

'লাল বাবা'র মূর্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাত দিন ধরে যজ্ঞ ও পূজার্চনার পর নৈহাটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্যাটারসন রোডে গঙ্গার তীরবর্তী আশ্রমে বৃহস্পতিবার তন্ত্র সাধক লাল বাবার নতুন মূর্তি স্থাপন করা হল। ব্রহ্মচারী হট যোগী শ্রী শ্রী লাল বাবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন সাংসদ বলেন, 'বহু প্রাচীন লাল বাবার আশ্রম। ভক্তরা শান্তি কামনায় এখানে আসেন। এদিন বাবার নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল।' ইতিহাস বলছে, সাধক লাল বাবা ছিলেন তন্ত্র জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বিশালাকার বট গাছের নিচে তন্ত্র সাধনা করতেন। তাছাড়া মাটির নিচে তাঁর সাধনাস্থলে বসেও তিনি ধ্যান করতেন। বাবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন আশ্রম কমিটির সদস্যরা এবং বাবার ভক্তরা।

শিক্ষা মন্ত্রকের ইন্ডিয়া হ্যাকাথন ২০২৩-এ প্রতিযোগিতার মূল পর্বে পৌঁছল বিবিআইটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বজবজ: কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের ইনোভেশন সেলের উদ্যোগে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন-২০২৩ প্রতিযোগিতায় মূল পর্বে গেল বিবিআইটির ৬ পড়ুয়ার দল। গত ডিসেম্বর মাসে শুরু হওয়া দেশব্যাপী এই কর্মসূচিতে প্রায় ৫১,১৩২টি (আইডিয়া) ধারণা সমাধানের জন্য জমা পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রত সেখান থেকে ১২৮২টি (আইডিয়া) ধারণাকে বেছে নেয়। দেশের বিভিন্ন কলেজের সঙ্গে বাংলার দুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিযোগিতার মূল পর্বে পৌঁছয়। এর মধ্যে রয়েছে বজবজ ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (বিবিআইটি)। এই কলেজের ৬ পড়ুয়ার দেওয়া আইডিয়া এই প্রতিযোগিতায় স্বীকৃতি পেয়ে মূল পর্বে পৌঁছয়। বৃহস্পতিবার বিবিআইটির তরফে এই ছয় ছাত্রছাত্রীকে পরিবহণ প্রতিমন্ত্রীর দিলীপ মণ্ডলের উপস্থিতিতে বিশেষ সম্মান ও সংবর্ধনা দেওয়া হল। বিশেষ স্বীকৃতি স্বরূপ লাস্ট সেমেস্টারে এই পড়ুয়াদের ফি মকুব করার কথা ঘোষণা করেন সংস্থার চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা। মানস বাড়ুইয়ের সঞ্চালনায় এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেন কলেজের অধ্যাপক ও ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধিরা। স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন হল শিক্ষা মন্ত্রকের ইনোভেশন সেলের এক দেশব্যাপী উদ্যোগ যা সরকার, বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগ, শিল্প এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিতে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য ছাত্রদের একটি মঞ্চ প্রদান করে।

'উনি পচা ডোবার মালিক, সমুদ্র নিয়ে ভাবতে হবে না,' কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বৃহস্পতিবার হাওড়ার গুলমোহর রেল কলোনিতে লিট্টি চোখার অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন, ' তৃণমূল দুর্গন্ধযুক্ত পচা ডোবা, তার মালিক উনি। ডোবার নাম তৃণমূল। ওকে সমুদ্র নিয়ে ভাবতে হবে না, ওটা নরেন্দ্র মোদি দেখে নেবেন।' শুভেন্দুর সংযোজন, 'গঙ্গা সাগরের জন্য টাকা ওনাকে কেন দেওয়া হবে, ওনাকে টাকা দিলেই উনি চুরি করবেন। ওনাকে দেওয়ার থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা ভারত সেবাশ্রম সংঘের মাধ্যমে খরচ করা ভালো। শওকত মোল্লা, শাহজাহানের বাড়ি থেকে আমফানের ত্রিপল, অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যায়। ধর্ম কর্মের জন্য ওনাকে কেন টাকা দেওয়া হবে!' রাজ্যের কিছু থানাতে ৩৫৫ ধারা লাগু করা উচিত। শুধু এই রাজ্য নয়, সব রাজ্য থেকেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন তথ্য নিচ্ছে। শুধু রিপোর্ট নিয়ে হবে না, কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে, না হলে এই রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না।'

এবার গ্রিন লাইনের সবকটি স্টেশনে মিলবে কাগজের কিউ-আর-কোড টিকিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিয়ালদার পর সেন্ট্রাল পার্ক, করুণাময়ী ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভ স্টেশনের পর এবার পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো অর্থাৎ গ্রিন লাইনের চারটি স্টেশন কাগজের কিউআর কোড টিকিট ব্যবস্থা চালু করা হল। এগুলি হল ফুলবাগান, বেঙ্গল কেমিক্যাল, সল্টলেক স্টেডিয়াম ও সিটি সেন্টার। এই চারটি স্টেশনে বৃহস্পতিবার থেকে চালু হল এই বিশেষ সুবিধা। ফলে এখন থেকে মেট্রো যাত্রীরা গ্রিন লাইনের সমস্ত স্টেশন থেকে কাগজ-ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিট কিনতে পারবেন। এছাড়া প্রতিটি স্টেশনে টোকেন ও স্মার্ট কার্ডের ব্যবস্থাও থাকবে। সঙ্গে 'কলকাতা মেট্রো রাইড' অ্যাপ ভিত্তিক টিকিটও যথারীতি পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, গত ১১ অক্টোবর শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনে গ্রিন লাইনে প্রথম এই বিকল্প কাগজের কিউআর কোড টিকিট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (ক্রিস) এই ব্যবস্থাটি তৈরি করেছে। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ মেট্রো চত্বরে যাত্রী-বান্ধব সুযোগ-সুবিধার উন্নতির জন্য প্রতিনিয়ত পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। পেপার বেসড কিউআর কোড টিকিট ব্যবস্থা সম্প্রসারণের এই প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবে গ্রিন লাইনের সমস্ত স্টেশন থেকে মেট্রো যাত্রীরা পেপার বেসড কিউআর কোড টিকিট কিনতে পারবেন।

শ্রীরাম ধর্মনিরপেক্ষ নন মন্দির উদ্ঘাটনে যাব না: শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: 'আমি কি তালি বাজাব!' ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধনে যাবেন না বলেই জানালেন পুরীর জগন্নাথপুরী মঠের শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। তাঁর অভিযোগ রাজনীতি না করে শাস্ত্র অনুযায়ী অযোধ্যায় রামের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। বৃহস্পতিবার হাওড়াতে ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকার কথাই জানান। সূত্রের খবর মন্দিরের গর্ভগৃহের সিংহাসনে রামলালার মূর্তি প্রধানমন্ত্রী নিজ হাতে স্থাপন করবেন। সেই মতোই প্রধানমন্ত্রীকে রাম জন্মভূতি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিষয়টিকে উত্থাপিত করে হাওড়াতে এসে শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ বলেন, 'শ্রীরাম ধর্ম নিরপেক্ষ নন। ধর্মীয় স্থানকে পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা হচ্ছে। এভাবে ধর্মের সঙ্গে ভোগ-বিলাসকে জুড়ে দেওয়া ঠিক নয়। রাম মন্দির নিয়ে যে ধরনের রাজনীতি করা হচ্ছে তা ঠিক নয়।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **POULAMI SAHA** W/O BISWAJIT PAIN D/O PRANAB KUMAR SAHA. RESIDING AT 147/5 BANERJEEPARA ROAD, BUICHARAPARA. P.O + P.S- NABADWIP, DIST-NADIA. PIN- 741302 THAT SAID MY DAUGHTER- **RITOJA PAIN** AND **RITOJA PYNE** ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AFFIDAVIT IN THE COURT OF THE JUDICIAL MAGISTRATE (1ST CLASS) AT NABADWIP NADIA, DATE - 04/12/2023.

নাম-পদবী

আমি Golap Sekh স্ত্রী Nazma Bibi Sekh, কন্যা Sirin Sultana, আমার পিতা Alihossain, গ্রাম সাদীনগর, পোঃ- পাটনীল, জেলা বীরভূম। ভুলবশত কিছু জায়গায় আমার নাম Md. Golap Sekh, স্ত্রী Nazma Begam হওয়ায় গত ১০.০১.২৪ তারিখে বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st কোর্ট হইতে এফিডেভিট বলে আমি Golap Sekh স্ত্রী Nazma Bibi Sekh, কন্যা Sirin Sultana এক ও ভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

E-TENDER

E-tenders are invited by the Prodhan, Patharghata-I Gram Panchayat (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Maliapota, Nadia. **NIT NO. 16e/ 2023-24, 17e/2023-24, 18e/ 2023-24. Last date of submission 17.01.2024 upto 6p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in.** and Sealed Tenders **NIT NO. 06/2023-24, 08/ 2023-24 & 09/2023-24,** Last date of application **15.01.2024 upto 12.00 noon,** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Patharghata-I Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ক্রেতা সুরক্ষা আদালত।

আর.এ. কেস নম্বর-১৯ অফ ২০২৩

সি সি কেস নম্বর-১২১ অফ ২০১৬

মলয় কুমার চক্রবর্তী ...দরখাস্তকারী

-বনাম-

মেসার্স এডিজি কম্ ইনফ্রাস্টাকচার প্রাঃ লিঃ ...প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা শ্রী কৌস্তভ রঞ্জন ঘোষ, পিতা দিলীপ কুমার ঘোষ সাং- দেবাঞ্জলি এ্যাপার্টমেন্ট, ১০০ (৪৪) এন.সি.এম. রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী, থানা শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২২২ স্বয়ং ও মেসার্স এডিজি কম্ ইনফ্রাস্টাকচার প্রাঃ লিঃ কোম্পানীর ডিরেক্টর যাহার রেজিষ্টার্ড অফিস হেমন্ত ভবন, দ্বিতীয় তল, ১২ বি. বি. ডি. বাগ পূর্ব, থানা হেয়ার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ ও শ্রী স্বপন দত্ত পিতা মন্টু চন্দ্র দত্ত সাং নতুন পাড়া, বারাসাত, পোঃ এবং থানা চন্দননগর জেলা-হুগলী পিন- ৭১২১৩৬, আপনাদের জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী উপরোক্ত কেস দাখিল করিয়াছেন। অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার এক মাসের মধ্যে স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত কাহারো দ্বারা উক্ত কেসে হাজির না হইলে উক্ত কেসের এক তরফা শুনানী অন্তে আইন সম্মত আদেশ হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
পীযূষ কান্তি ব্যানার্জ্জী
আইনজীবি

Sd/- Registar
District Consumer Disputes
Redressal Commission,
Hooghly, 04-01-2024

নাম -পদবী

গত 10/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 588 নং এফিডেভিট বলে Uttam Chowdhary S/o. Shyamlal Chowdhary ও Dr. Uttam Kr. Chowdhary S/o. Lt. S. L. Chowdhary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 29/11/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 17474 নং এফিডেভিট বলে Animesh Kumar Mukherjee S/o. Nani Gopal Mukherjee ও Animesh Kr. Mukhopadhyay S/o. Lt. N. G. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 09/01/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 08 নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Kumar Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tarapada Sarkar ও Lt. T. P. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 10/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 579 নং এফিডেভিট বলে Susanta Kumar Das S/o. Badal Das ও Sushanta Das S/o. B. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 10/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 581 নং এফিডেভিট বলে আমি Subhasish Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sadhan Kumar Saha ও S. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 10/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 585 নং এফিডেভিট বলে Karuna Mandal W/o. Madhab Mandal ও Karuna Mondal W/o. M. Mondal সাং তাঁতির বাগান, চন্দননগর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 10/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 586 নং এফিডেভিট বলে Biswajit Neogy S/o. Salil Kumar Neogy ও Biswajit Neogi S/o. S. Kr. Neogi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 11/01/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 318 নং এফিডেভিট বলে আমি Sultan Mondal (old name) S/o. Sk Yunus Mondal R/o. Narikelsanda, Jayer, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Sultan Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sultan Mondal, Sk Sultan Mondal & Sekh Sultan Mondal S/o. Sk Yunus Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া সদর

২০১৯ সালের ০১ নং এল.এ. মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারীঃ তপন মান্না দীং,

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলীর উত্তরপাড়া থানার ১১২ নং ক্রাইপার রোড সাকিমের বাসিন্দা শ্রী মন্মথ নাথ মান্না তার ত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে গত ০৩/১২/১৯৬৩ তারিখে যে উইল সম্পাদন করিয়াছেন তাহার প্রবেট প্রার্থনায় জেলা-হুগলীর জেলা জজ আদালত চুঁচুড়ায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন হইয়াছে। যদি উপরিউক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারো কোন বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে তিনি অথবা তার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিউক্ত আদালতে হাজির হইয়া তাহার বক্তব্য রাখিবেন, অন্যথায় তাহার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
তন্ময় মুখার্জ্জী
উকিলবাবু

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত হুগলী, চুঁচুড়া

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া

মিস কেস নং-৭০/২০২৩

দরখাস্তকারী- শ্রী শ্রী রাধা বল্লভ জীউ ঠাকুরের পক্ষে শ্রী রূপক মুখার্জী দিং

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো হইতেছে যে, শ্রী শ্রী রাধা বল্লভ জীউ ঠাকুর মৌজা পশ্চিম কৃষ্ণপুর এ্যাট টাউন আরামবাগ, পোঃ ও থানা আরামবাগ, ওয়ার্ড নং ৪, জেলা- হুগলীস্থিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দেবোত্তর শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ ঠাকুরের নাম উল্লেখে সেবায়েতগণের নামে ব্যক্তিগত ভাবে আর.এস. ও এল.আর সেটেলমেন্ট রেকর্ডে অংশ মোতাবেক লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এক্ষণে উক্ত সেবায়েতগণ জেলা-হুগলী জজ আদালতে ইংরাজী ১৫/০৩/২০২৩ তারিখে মিস কেস নং ৭০/২০২৩ দাখিল করিয়া নিম্নতপশীল বর্ণিত দেবোত্তর শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ ঠাকুরের মন্দির সংলগ্ন জমি জেলা- হুগলী মৌজা- পশ্চিম কৃষ্ণপুর জে.এল. নং ৩৭ আর. এস. প্লট নং -২৯৪ এবং এল.আর প্লট নং- ৫৪৯, থানা- আরামবাগ, এরিয়া ৪০ (চল্লিশ সহস্রাংশ) বা ১৭২৮ স্কোয়ার ফিট সম্পত্তি উক্ত রেকর্ডেট সেবায়েতগণ/ দরখাস্তকারীগণ আলোচনাতে একমত হইয়া উক্ত সম্পত্তিটুকু শ্রীশ্রী রাধা বল্লভ জীউ ঠাকুরের ওয়েলফেয়ার ও বেনিফিটের নিমিত্তার্থে বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। কারন উক্ত শ্রীশ্রী রাধা বল্লভ জীউ ঠাকুরের সংস্কারার্থে বা সংরক্ষনার্থে উক্ত ঠাকুরের নামে কোন ফান্ড নাই। সেই কারনেই উক্ত বিক্রয় লব্ধ টাকার দ্বারা রাধা বল্লভ জীউ ঠাকুরের মন্দিরটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্ঠিত করিয়া সংরক্ষণ পূর্বক উক্ত রাধা বল্লভ জীউ ঠাকুরের ভক্তগণের জন্য উক্ত মন্দিরে একটি নাট মন্দির তৈরী করিবার প্রকল্পে উক্ত রাধা বল্লভ জীউ ঠাকুরের মন্দির সংরক্ষনার্থে ও সংস্কারার্থে আইন মোতাবেক দরখাস্তকারীগণ/ সেবায়েতগণ জেলা জজ আদালতে উপরোক্ত মিস কেসটি দাখিল করিয়া মাননীয় জেলা জজ আদালতের নিকট উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য পারমিশান প্রার্থনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত মিস কেসের পরবর্ত্তীদিন আগামী ০৬/০৩/২৪ ধার্য্য হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত শ্রীশ্রী রাধা বল্লভ জীউ ঠাকুরের সম্পত্তির সহিত কেহ বা কাহারো রিলেশান থাকিলে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি পাবলিস হইবার ৩০ দিনের মধ্যে তাহার কিছু বলার বা আপত্তি থাকিলে উপরোক্ত কেসে তিনি স্বয়ং কিংবা তাহার উকিলবাবু দ্বারা এ্যাপিয়ার হইয়া তাহার বক্তব্য জানাইতে পারেন।

তপশীল

জেলা- হুগলী, মৌজা- পশ্চিম কৃষ্ণপুর, জে.এল.-৩৭, আর.এস. প্লট নং- ২৯৪, এল.আর প্লট নং-৫৪৯, থানা- আরামবাগ ওয়ার্ড নং ৪, এরিয়া ৪০ সহস্রাংশ বা ১৭২৮ স্কোয়ার ফুট

এ্যাডভোকেট
সন্ধ্যা শীল
হুগলী জজ আদালত, চুঁচুড়া

নিবেদন ইতি
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার বাবু
হুগলী জজ আদালত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ই জানুয়ারি। ২৬শে পৌষ। শুক্রবার। প্রতিপদ তিথি, জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে,এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা ,গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সুচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল ,যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি :শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন ।গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাই দের মধ্যে ,কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান ।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক ,বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র ।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি :সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দূরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ঋন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন । কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ঋন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

(আজ স্বামী বিবেকানন্দ র পুন্য ভূমিষ্ঠ দিবস। বিপ্লবী মাস্টার দা সূর্য সেন র শহীদ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১২ জানুয়ারি ২০২৪ ২৬ পৌষ ১৪৩০ শুক্রবার

চুক্তিভিত্তিক বাসকর্মীদের নিয়মিত করতে রাজ্য পরিবহণ নিগমকে নয়া নীতি বানানোর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চুক্তিভিত্তিক ২ বাস চালকের মামলার জেরে বিপাকে রাজ্য পরিবহণ নিগম বা ডব্লিউবিটিসি। এই মামলাতেই হাইকোর্টের নির্দেশ, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়মিত করতে চার মাসের মধ্যে নীতি বানাক নিগম। প্রয়োজনে সেই কর্মীদের দায়ভার বহনের স্বার্থে নিগমকে রাজ্য দেবে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা।

প্রসঙ্গত, মামলাকারীরা ২০১০ থেকে বাস চালাচ্ছেন। গণপরিবহণে চালকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাইকোর্টের নির্দেশে নিগমের ২ কন্ডাক্টর নিয়মিত হয়েছেন। তাহলে তাঁদের কেন নিয়োগ করা হবে না এমন প্রশ্ন তুলে আদালতের শরণাপন্ন হন এই দুই মামলাকারী।

অন্য দিকে, পরিহণ নিগমের বক্তব্য, তাদের আয় যৎসামান্য। রাজ্যের দেওয়া অর্থ সাহায্যে চলে। মামলাকারীদের নিয়োগ করা হলে বাঁধ ভেঙে যাবে। একই অবস্থানে থাকা অন্য কর্মীরাও স্থায়ীকরণের দাবি করবেন। কিন্তু, স্থায়ী কর্মীকে পুরো বেতন ও অন্যান্য ভাতা দেওয়ার ক্ষমতা নিগমের নেই।

এদিকে দুই মামলাকারীর আইনজীবী সুশান্ত পাল শুনানির সময় জানান, এঁরা ১৩ বছর কাজ করছেন। তাঁদের কাজ নিয়ে কখনো প্রশ্ন ওঠেনি। ধরে নেওয়া যায়, তাঁরা সন্তোষজনকভাবেই কাজ করছেন। এঁদের মতো আরও অনেক কর্মী নিশ্চিতভাবে নিগমে আছেন। মামলাকারীদের বক্তব্য শুনে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা জানান, মামলাকারীদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। এও মনে রাখতে হবে, চালকের পরিষেবা নিগমের কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা গণপরিষেবা দিয়ে থাকেন। সঙ্গে এও জানান, নিগমে ছয় সাত বছর চুক্তিতে কাজ করার পর যারা নিয়মিত হয়েছেন, তাঁদের মতো মামলাকারীদেরও সম অধিকার আছে। তাঁরা নিগমের অনায্য পদক্ষেপে ক্ষতিগ্রস্ত। এরপরই আদালতের তরফ থেকে জানানো হয়, মামলাকারীদের অবিলম্বে স্থায়ী করতে হবে। বিকল্প হিসেবে নিগম এমন নীতি তৈরি করুক, যার দ্বারা এমন সব চালক ও কর্মীদের চার মাসের মধ্যে স্থায়ীকরণ করা হবে। নীতি গঠনের পর রাজ্য অর্থ দপ্তরকে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করতে হবে যাতে নিগম সেই দায়ভার বহন করতে পারে।

গবেষণার মেধাতালিকা প্রকাশের দাবিতে যাদবপুর আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বচ্ছভাবে গবেষণার মেধাতালিকা প্রকাশের দাবিতে এবার সরব হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণারত পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের কাছে স্নাতক স্তরের আর্টস বিল্ডিংয়ের সামনে অনশনে বসেন দেবস্মিতা চৌধুরী, রাজর্ষি চক্রবর্তী, বিশ্বরূপ বৈদ্য নামের তিন গবেষক। অনশনরত রাজর্ষি চক্রবর্তী বলেন, 'বহুদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগের গবেষণা অর্থাৎ পিএইচডি-র মেধা তালিকা প্রকাশ হলেও আমাদের বিভাগে প্রকাশিত হয়নি। বহু স্কলার সমস্যায় পড়েছেন।'

এক্ষেত্রে একাধিক সমস্যা রয়েছে বলে দাবি করছে কর্তৃপক্ষ। গবেষক ওই ছাত্রদের কথায়, এর প্রতিবাদেই তাঁরা সরব হয়েছেন। প্রায় একই সুর বিশ্বরূপ, দেবস্মিতার গলায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের পড়ুয়াদের একাংশের দাবি, পিএইচডি মেধাতালিকা নিয়ে বহুদিন ধরেই গন্ডগোল চলছে। সূত্রের দাবি, নির্দিষ্ট একটি দলের ছাত্র সংগঠনের এক নেতার সুযোগ পাওয়া নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়। এর পরেই তালিকা প্রকাশ নিয়ে সমস্যা বেড়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই বিভাগের অধ্যাপকদের একাংশের দাবি, বিভাগীয় প্রধান সচেষ্ট হননি বলেই তালিকা প্রকাশ নিয়ে সমস্যা বেড়েছে। অনশনরত পড়ুয়াদের পক্ষেও দাঁড়িয়েছেন অধ্যাপকদের কেউ কেউ। যদিও ওই বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যাপক ইমনকল্যাণ লাহিড়ীর দাবি, 'গবেষণায় ভর্তি বা মেধাতালিকার কমিটিতে সমস্ত বিভাগের প্রধানরা থাকেন। ছাত্ররা যেমন দাবি করছেন, আমরাও একই বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব, যাতে শীঘ্রই শুধুমাত্র মেধার উপর ভিত্তি করে তালিকা প্রকাশ হয়। এখানে কোনওভাবেই রাজনীতি, কে কোন দল করেন, এই প্রশ্নও আসা অনুচিত।'

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় অন্য ভূমিকায়! বইমেলায় প্রকাশ হচ্ছে কবিতার বই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন কলকাতা বইমেলায় এবার প্রকাশিত হচ্ছে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার বই। নিজেই জানালেন সে কথা। তবে এর চেয়ে বেশি কোনও তথ্য দিতে চাননি তিনি।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, নামটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর মুখে মুখে। কারও কাছে তিনি 'মসিহা'। আবার কারও কাছে তিনি অপছন্দের। তবে ন্যায় চাওয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীর একটা বড় প্রজন্মের কাছে তিনি জনপ্রিয়। শিক্ষা দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পর বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের 'ভগবান' হয়ে উঠেছেন তিনি। তবে এর বাইরে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যচর্চাও করেন তা এতদিন জানা ছিল না কারও। আগামী ১৮ তারিখ থেকে বইমেলা। সেখানেই প্রকাশিত হবে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার বই।

বাংলা ভাষায় আইনি সওয়াল নিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, তাঁর এজলাসে বাংলায় কেউ মামলা দায়ের করলে তিনি গ্রহণ করেন। বাংলায় সওয়াল-জবাব কিংবা নির্দেশনামা নিয়ে তাঁর কোনও সমস্যা নেই। বাংলা ভাষাকে এভাবেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে তিনি সওয়াল করেন। এমনকী এই প্রয়াসের জন্যই তাঁর কাব্যচর্চা বলে জানান তিনি। আর এই প্রসঙ্গেই নিজের কবিতার বই প্রকাশের সুখবরটি জানান।

হিন্দুস্তান পার্ক থেকে বাসন্তী দেবী কলেজ পর্যন্ত ৫০০ ফুট রাস্তায় শিল্পীদের তুলির টান। ছবি: অদিতি সাহা

কৈখালির হোটেলে বিএসএফ জওয়ানের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কৈখালির একটি ওয়ো হোটেলের ঘর থেকে মিলল বিএসএফ জওয়ানের দেহ। হোটেল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার চেক আউটের সময় হয়ে যাওয়ার পরও ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন না ওই বিএসএফ জওয়ান। সেই কারণে হোটেল কর্মীরা দরজায় গিয়ে কড়া নাড়েন। ডাকাডাকিতেও দরজা না খোলায় খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বাগুইআটি থানার আধিকারিকরা। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই নজরে আসে বাথরুমের সামনের মেঝেতে পড়ে রয়েছেন ওই বিএসএফ জওয়ান। পাশে পড়ে রয়েছে মদের বোতল।

বাগুইআটি থানা সূত্রে খবর, মৃত ওই বিএসএফ জওয়ানের নাম চেতন রাম। বাড়ি ছত্তিসগড়ের বালোদা থানা এলাকায়। বর্তমানে তিনি ১৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ান অসমে কর্মরত। গত ৩ জানুয়ারি কৈখালির একটি ওয়ো হোটেলে আসেন। বুধবার সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ তাঁর হোটেলটি ছাড়ার কথা ছিল। তবে হোটেল কর্মচারীরা জানান, বুধবার সকাল ১১টা নাগাদও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তবে সন্ধ্যে ছ'টা বেজে যাওয়ার পরও তিনি না বের হওয়ায় প্রথমে ফোন করা হয় তাঁকে। কোনও উত্তর না পেয়ে মালিককে খবর দেওয়া হয়। মালিক এসে দরজায় ধাক্কা দেন, ডাকাডাকি করেন। তবে সাড়া শব্দ না মেলায় খবর দেওয়া হয় বাগুইআটি থানায়। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হোটেলের দরজা ভাঙে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মদ খেয়েই মৃত্যু হয়েছে ওই সেনা কর্মীর। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য আরজিকর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরেই বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ।

তপসিয়ায় রাবার কারখানায় আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার আচমকাই আগুন লাগল তপসিয়ায় একটি রাবার কারখানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের আটটি ইঞ্জিন। এদিকে, আগুনের লেলিহান শিখায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের গোডাউনে। চারপাশ ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। তবে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে দমকল। ঘটনাস্থলে আসেন এলাকার বিধায়ক জাভেদ খান । কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বিধায়ক জানান, যেসময় আগুন ধরেছিল তখন ভিতরে অনেকে ছিলেন। স্থানীয় লোকেদের সহযোগিতায় তাঁদের দ্রুত সরানো গিয়েছে। দমকল খুব ভালো কাজ করেছে। দমকল আধিকারিক সুদীপ্ত বিট বলেন, 'কীভাবে আগুন ধরেছে প্রাথমিক তদন্তের পর বলা যাবে। কোনও হতাহতের খবর নেই।'

কারখানার এক কর্মী বলেন, 'এখানে অনেক কার্টুন রাখা ছিল। আমরা রাতে কাজ করে শুয়ে ছিলাম। সকালে পোড়া গন্ধ পাই। ঘুম ভাঙতে উঠে দেখি আগুন। দমকল আগুন নিভিয়েছে।' ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় কারখানাটির আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের।

দুর্ঘটনা ঘটানোর পর গাড়ির বনেটে বসে অঙ্গভঙ্গি, ধৃত চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্ঘটনা ঘটিয়েও ক্ষান্ত হননি গাড়ির চালক, পুলিশ তাঁকে ধরতে এলে তিনি আবার রাস্তার উপরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বনেটের উপর বসে পড়েন! তাই নয়, বেশ কিছুক্ষণ ধরে কখনও গাড়ির উপরে শুয়ে, আবার কখনও বসে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করতে থাকেন তিনি। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরাও গাড়ির চালককে বাগে আনতে গিয়ে হিমশিম খান। এর কিছু পরেই বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগে পরীক্ষিত জৈন নামে ওই চালককে গ্রেপ্তার করে জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ। পরে অবশ্য তিনি জামিনে ছাড়া পান।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবারসকাল সাড়ে আটটা নাগাদ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে মহম্মদ আলি পার্কের সামনে এক ভ্যান চালককে ধাক্কা মারে একটি বিলাসবহুল অডি। গাড়ির চালকের আসনে ছিলেন পরীক্ষিত। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর এলাকায় লোকজন জড়ো হয়ে যায়। চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। এর পর, গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন বছর উনত্রিশের ওই যুবক। আহতকে সাহায্যের বদলে গাড়ি নিয়ে কিছুটা দূরে চলে যান তিনি। ট্র্যাফিক সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লে পরীক্ষিত বেরিয়ে এসে বনেটের উপরে উঠে পড়েন তিনি। নানা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করতে থাকেন তিনি। এই ঘটনার জেরে যানজট তৈরি হয় শহরের ব্যস্ততম রাস্তা সিআর এভিনিউয়ে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই যুবক পুলিশকে গাড়ির চাবি দিতে চাইছিলেন না। ফলে রাস্তা থেকে গাড়িটিকে সরাতে হিমশিম খেতে হয়ে পুলিশকে। তদন্তকারীদের দাবি, গাড়ি থেকে এক বোতল মদ ও বিয়ারের বোতল উদ্ধার হয়েছে। জানা যাচ্ছে, বন্ধুদের সঙ্গে পার্টি করে ফিরছিলেন পরীক্ষিত। গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন আবার উত্তরপ্রদেশের।

পাশাপাশি পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, পার্ক স্ট্রিট ও হেস্টিংস থানা এলাকার দু'টি ঠিকানায় বাড়ি রয়েছে পরীক্ষিতের। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আটক হওয়ার সময়ে পুলিশকেও গালিগালাজ করেন পরীক্ষিত জৈন। এরপর এদিন অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, আহত ভ্যান চালকের পায়ে চোট লাগলেও তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

১৭ জানুয়ারি নিউটাউনে সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ১৭ জানুয়ারি নিউটাউনে জ্যোতি বসু সেন্টার পর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের শিলান্যাস হবে। বৃহস্পতিবার সংস্থার ট্রাস্টির তরফে এ কথা জানান প্রবীণ বাম নেতা বিমান বসু। তার আগে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে এক আলোচনাচক্রে ভাষণ দেবেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম প্রমুখ।

কারণ ঠিক তার পাঁচদিন পরই ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেদিনই মন্দিরের গর্ভগৃহে রামের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। বিরোধীদের অভিযোগ, রামমন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে দেশে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করতে চায় বিজেপি। রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে বিজেপি সুচতুর ভাবে ধর্ম আর রাজনীতিকে মিশিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। কংগ্রেস মন্দির উদ্বোধনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। কংগ্রেস বুধবার জানিয়েছে, ওই তিনজন ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় যাবেন না। বামেরা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন না। আমন্ত্রণ পেয়েছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। এদিন বিমান বসু বলেন, ২২ তারিখের আগে ১৭ জানুয়ারি আমরা মানুষকে বোঝাব, ধর্মনিরপেক্ষতা কাকে বলে।

দুর্ঘটনায় কিশোরের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা টিটাগড়ে: বৃহস্পতিবার সকালে পথদুর্ঘটনায় এক কিশোরের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল টিটাগড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সুজল হেলা (১৭)। তার বাড়ি টিটাগড় পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের হেলা পট্টিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে টিটাগড় বাজার থেকে স্কুটারে বাড়ি ফিরছিল সুজল। টিটাগড় থানার সামনে বিটি রোডে পিছন দিক থেকে আসা একটি অটো স্কুটারে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে রাস্তায় ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাত পায় ওই কিশোর। সেইসময় পিছন দিক থেকে আসা একটি প্রিজন ভ্যান ধাক্কা মারে ওই কিশোরকে। রক্তাক্ত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাঁকে কামারহাটি সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে ঘটনার পর ক্ষিপ্ত জনতা কিছুক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরে তারা ঘাতক চালকের শাস্তির দাবিতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বামজমানায় উৎসবের নামে জোরজুলুম চলত, বললেন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বামজমানায় বিরোধীরা উৎসব করতে পারত না। উৎসবের নামে জোরজুলুম চলতো। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় ১১ তম কাঁকিনাড়া উৎসবের উদ্বোধনে এসে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, 'টানা ১১ বছর ধরে খুব কষ্ট করে কাঁকিনাড়া উৎসব চালিয়ে যাচ্ছেন উৎসব কমিটি। তবে উৎসব করার জন্য এঁরা জোর করে টাকা আদায় করে না। যেটা বামআমলে হতো।' সাংসদের কথায়, জননেত্রী সর্বদা বলেন থাকেন- 'ধর্ম যার যার। উৎসব সবার।' সুতরাং উৎসবের ক্ষেত্রে কোনও ভেদাভেদ না থাকাই ভালো। এদিন উৎসবের মঞ্চ থেকে কাঁকিনাড়া অঞ্চলের সমস্ত সাংবাদিকদের কাজের প্রশংসা করেন। সাংসদ বলেন, 'রাতবিরেতে সংবাদ কর্মীরা এলাকার খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করে মানুষের সামনে তুলে ধরছেন।' এলাকার সাংবাদিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য উৎসব কমিটির কাছে আর্জি জানালেন সাংসদ অর্জুন সিং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কল্যাণী পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রদীপ সূর, ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, কাউন্সিলর সীমা মন্ডল ও প্রবীর বৈদ্য, প্রাক্তন কাউন্সিলর মনোজ গুহ, উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা তথা স্থানীয় কাউন্সিলর দেব প্রসাদ সরকার, তৃণমূল নেতা রত্নেশ্বর দাস, প্রসেনজিৎ দাস-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

রাজ্যের স্কুল শিক্ষার পরিকাঠামো দেখে প্রশংসা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের রাজ্যের প্রশংসা কেন্দ্রের। রাজ্যের স্কুল শিক্ষা ও পরিকাঠামোর প্রশংসা এবার কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের পক্ষ থেকে। গত ৮ থেকে ১০ই জানুয়ারি রাজ্যে স্কুল পরিদর্শনে আসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে পরিদর্শনকারী দল। মূলত বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার একাধিক ব্লকে পরিদর্শন করার কথা জানিয়েই রাজ্যকে চিঠি পাঠিয়ে ছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক।

মূলত বাঁকুড়া জেলার একাধিক ব্লকের প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলি ঘুরে দেখে কেন্দ্রীয় পরিদর্শনকারী দলের সদস্যরা। আর সেই পরিদর্শনের পরেই স্কুলের ভিজিটর বুকে স্কুলগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় পরিদর্শনকারী সদস্যরা। পর্যবেক্ষণে কোনও কোনও স্কুলকে পরিকাঠামোর দিক থেকে প্রশংসা করা হয়েছে আবার কোনও স্কুলের ল্যাবরেটরি থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পড়ানোর পদ্ধতির প্রশংসা করা হয়েছে। সঙ্গে কোনওস্কুলের মিড ডে মিলের রান্নার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে খাবারের আয়োজনেরও ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় কোন কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে বেশ খুশি তারা।

প্রসঙ্গত,৩ জানুয়ারি কেন্দ্রের শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একটি চিঠি রাজ্যের মুখ্য সচিবকে দেওয়া হয়েছিল। সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয় মূলত মিড ডে মিল থেকে শুরু করে সমগ্র শিক্ষা অভিযান সহ কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীদের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প নিয়ে পরিদর্শন করতে চায় কেন্দ্র। বাঁকুড়া জেলার মোট ১২ টি ব্লক তাঁরা পরিদর্শন করবেন বলেও চিঠিতে জানানো হয়। যার মধ্যে ছাতনা, শালতোড়া, খাতরা, হিরাবাঁধ, রানিবাঁধ, রায়পুর, সারেঙ্গা, সিমলাপাল, তালডাংরার মতো ব্লকগুলি পরিদর্শন করবেন বলে জানানো হয়েছিল কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পাঠানো এই চিঠিতে।

সম্পাদকীয়

ক্ষমতার আস্ফালন বন্ধ করতে পারে আদালতই!

প্রধানমন্ত্রী যা বলেছিলেন, সেটাই প্রত্যাশিত এবং প্রশংসনীয়। এখানেই প্রশ্ন, সবই কি শুধু বলার জন্য বলা? হাততালি কুড়নোতেই কি নেতার দায়িত্ব ও প্রাপ্তি শেষ হয়ে যায়? নরেন্দ্র মোদি ১৪৩ কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথার সর্বোচ্চ ওজন থাকবে না কেন? এই প্রশ্নবোধক আক্ষেপের কারণ, ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসেই এদেশের বুকে এমন একটি সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছিল যা স্তম্ভিত করেছিল সকলকে। গোধরা জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের এগারোজন আসামিকে। সৌজন্যে গুজরাতের বিজেপি সরকার। মুক্তি পেয়েছিল কারা? দু'দশক আগে দাঙ্গার মওকায় সংঘটিত গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তারা দোষীসাব্যস্ত। গণধর্ষণের শিকার হন অন্তঃসত্ত্বা বধূ বিলকিস বানো। তাঁর এক শিশুকন্যাসহ পরিবারের সাতজনকে খুনও করেছিল ওই নরপশুরা। গুজরাত রাজ্যটির বিশেষ পরিচয় হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সেখানকার ভূমিপুত্র। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এবং প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'লৌহমানব' সর্দার প্যাটেলও ওই রাজ্যের সন্তান। আর সেখানেই রেহাই দেওয়া হয়েছিল স্মরণকালের মধ্যে ঘৃণ্যতম অপরাধীদের। এই নোংরামি জেলমুক্তিতেই থামেনি, তা উদযাপনও হয়েছিল অপরাধীদের মাল্যদান এবং মিষ্টিমুখ করানোর মধ্য দিয়ে! এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে, গোধরা কাণ্ডের সময় (২০০২ সাল) গুজরাতে দণ্ডমুণ্ডের প্রধান দুই কর্তা ছিলেন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ। আজ তাঁরাই যথাক্রমে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ফলে ২০০৮ সালে মুম্বইয়ের সিবিআই আদালতের বিচারে ১২ জন দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতেই বিজেপির ভাবমূর্তি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতেই, ধূর্তের মতো আচরণ করে গুজরাত রাজ্য সরকার। কারাগারে দোষীদের শুধরে যাওয়ার কাহিনি নির্মাণ করে তা তুলে ধরা হয় শীর্ষ আদালতের কাছে। একইসঙ্গে গোপন করা হয় গুজরাত এবং মহারাষ্ট্র হাইকোর্টের বিরূপ মনোভাবের তথ্য। এরপর নিজেদের এক্তিয়ার লঙ্ঘন করে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে দোষীদের অগ্রিম মুক্তির ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে গুজরাত সরকার। বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এর পিছনে সক্রিয় ছিল বিজেপির আরও একটি বাধ্যবাধকতা;ভোটের রাজনীতি। চারমাস বাদেই ছিল গুজরাত রাজ্য বিধানসভার ভোট। উন্নয়নের মডেল হিসেবে যে রাজ্যকে বারবার তুলে ধরে গেরুয়া শিবির, সেখানেই ক্ষমতায় ফেরা নিয়ে ঘোর সংশয়ে ছিল নেতৃত্ব। অতএব 'চূড়ান্ত মেরুকরণ' নামক পরীক্ষিত কৌশলেই পুনরায় আস্থা রাখতে হয়েছিল মোদি-শাহের পার্টিকে। শুধু ভেবে দেখা হয়নি যে, ঘটনাটি লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত অঙ্গীকারের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ইস্যুতে গত বছর বিবিসির মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক মিডিয়ার সঙ্গেও 'যুদ্ধে' লিপ্ত হতে কুণ্ঠিত হয়নি সরকার। তবু শেষরক্ষা হল না। শীর্ষ আদালতই নাকচ করে দিল তাদের ২০২২ সালের রায়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি ভি নাগরত্না এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চের নির্দেশ অনুসারে, সঙ্ঘের ওই এগারোজন 'সম্পদকে' দু'সপ্তাহের মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আদালতের সঙ্গে একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামির প্রতারণা এবং গুজরাত সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলেই যে ওই পাষণ্ডদের আগাম মুক্তিলাভ হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট খোলসা করে দিয়েছে সেটাই।

আনন্দকথা

চাঁদনি ও দ্বাদশ শিবমন্দির

কখন কখন দেখা যায়, গৈরিকবস্ত্রধারিণী ভৈরবী ত্রিশূলহস্তে এই স্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হলে অতিথিশালায় যাইবেন। চাঁদনিটি দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মধ্যবর্তী। তন্মধ্যে ছয়টি মন্দির চাঁদনির ঠিক উত্তরে, আর ছয়টি চাঁদনির ঠিক দক্ষিণে। নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাক, '' ওই রাসমণির ঠাকুরবাড়ি''।

(পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর)

চাঁদনি ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ববর্তী ইষ্টকনির্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটি মন্দির। উত্তরদিকে রাধাকান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা-কালীর মন্দির। ঁরাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ — পশ্চিমাস্য। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রিয়াঙ্কা গান্ধি

১৯৫৮ *বিশিষ্ট অভিনেতা অরুণ গোভিলের জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অজয় মাকেনের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধির জন্মদিন।*

আজ ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন

স্বামী বিবেকানন্দের আত্মসংযমের আদর্শকেই জীবনের পাথেয় করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু!

স্বপনকুমার মণ্ডল

শূন্যতাই পূর্ণতার আধার। যত শূন্যতার হাহাকার, ততই পূর্ণতার গরিমা। নাম-যশ-খ্যাতি সবেতেই তার বিস্তার। অন্যদিকে সাফল্যের মাত্রায় স্মরণের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, ব্যর্থতায় তার বিস্মরণ ঘটে। আপাতভাবে দেশবরেণ্য সুভাষচন্দ্র বসুর (১৮৯৭-?) প্রতি বাঙালিমানসের আবেগ ও শ্রদ্ধার বিষয়টি স্বাধীনতা সংগ্রামে সমরসঙ্গীতের আবহে যেভাবে ভেসে ওঠে, সেভাবে জেগে থাকে না। শূন্যতায় তাঁর পূর্ণ রূপ নেই, সাফল্যেও নেই ঐতিহ্যের গরিমা। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে সঁপে দিয়ে তিনি নেতা থেকে নেতাজি হয়েছেন, তাঁর আহ্বান মুখরিত হয়েছে। অথচ সে-সব শরতের মেঘের মতো আশ্বাস জাগিয়েই মিলিয়ে গেছে। ১৯৪৪-এর ৪ জুলাই বার্মার এক র‍্যালিতে 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' বলেও সেই প্রত্যাশিত স্বাধীনতা দিতে পারেননি, 'চলো দিল্লী' বলেও দিল্লী যাওয়াও সম্ভব হয়নি। ফরোয়ার্ড ব্লক নামে রাজনৈতিক দল তৈরি করেছিলেন, আজাদ হিন্দ বাহিনী নতুন করে গড়ে তুলে পরাধীন দেশকে উদ্ধারে নেমেছিলেন। কোনোটাই সফলতার সূর্য হয়ে ওঠেনি। শূন্যতায় তা অপূর্ণ থেকেছে, শুধু সাফল্যের ব্যর্থতায় জেগেছে বিচ্ছেদবিরহ। অথচ তার পরেও নেতাজির আবির্ভাবে সুভাষচন্দ্রের জীবনদীপ শুধু বাঙালির কাছেই নয়, আপামর দেশবাসীর কাছে দেশপ্রেমের মশাল হয়ে উঠেছে। তাঁর আকস্মিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরুদ্দেশ যাত্রা তাঁকে বিস্মৃত তো করতেই পারেনি, উল্টে জনমানসের তীব্র শ্রদ্ধাবোধই সুদীর্ঘকাল পরেও তাঁকে জীবিত করে রেখেছে। সুভাষচন্দ্রের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি জনমানসের অচল বিশ্বাসের পরম পরশের মধ্যেই তাঁর অবিসংবাদিত গ্রহণযোগ্যতা তাঁকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। যেখানে বেঁচে থাকতেই অনেক কৃতী অদৃশ্য হয়ে পড়েন, সেখানে অদৃশ্য নেতাজিকে নিয়ে তাঁর ফিরে আসার রহস্যময় গল্পের বৈচিত্র শুধু তাঁর প্রতি শুধু শ্রদ্ধাই নয়, তীব্র আকর্ষণই বালক ব্রহ্মচারী থেকে গুমনামী বাবাকে রহস্য দানা বাঁধে। শুধু তাই নয়, নেতাজির এই বিরল দৃষ্টান্তই শিল্প-সাহিত্যের আধার হয়ে উঠেছে, ইতিহাসের বর্ণহীন পরিসরকেও করেছে বর্ণরঙিন। সুভাষচন্দ্রের অপূর্ণ জীবনই সেখানে অমূল্য রহস্যরোমাঞ্চমুখর জীবনকাহিনি হয়ে ওঠে, তাঁর সংগ্রাম শুধু দেশের স্বাধীনতার নয়, নতুন দেশের পথ দেখায়। এজন্য তাঁকে নিয়ে যত বিতর্ক তৈরি হয়েছে, ততই তাঁর গৌরব বিস্তার লাভ করেছে। আসলে সুভাষ সুবাসিত হয়েছে আপনার গুণে। সেই গুণের পরিচয় চন্দনের সুবাসের মতো, ঘর্ষণেই সৌরভ ছড়ায়।

আসলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে বাঙালি তার বীরত্বের পরিচয় প্রথম খুঁজে পেয়েছেন। বাঙালির মনীষার অভাব নেই, বরং তার বৈচিত্রমুখর প্রকৃতি পৃথিবীর যেকোনো জাতির সমীহ আদায়ে সবুজ হয়ে ওঠে। উনিশ শতকেই বাঙালি মনীষার প্রাচুর্যই তার নবজাগরণের আধারের আলো হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোতে ধর্ম-সমাজের সংস্কার বা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতেই নয়, সেইসঙ্গে মানুষের কল্যাণকামী চেতনাতেও বহুমুখী বাঙালি মনীষার পরিচয় উঠে এসেছে। নীরবে কর্মসাধকের ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনই সরবে বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবও ছড়িয়ে পড়ে। ত্যাগ ও সেবার ব্রতে দুজনেই সামিল হলেও দুজনের প্রকৃতি ভিন্ন। দুজনেই আবার বীরত্বের মহিমায় বাঙালি বন্দিত। বীরসিংহের সিংহশিশুটি অপরাজেয় শক্তিতে আজীবন মানুষের সেবায় আত্মনিবেদিত মহাপ্রাণ। অন্যদিকে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ শুদু বিশ্বকে জয় করেননি, বাঙালির মননবিশ্বে অকুতোভয়ের জাগরণ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তাঁর 'মাভৈঃ, চরৈবেতি'মন্ত্রে অর্থাৎ 'ভয় নেই, এগিয়ে চলো'র বার্তা দেশোদ্ধারে মুক্তির সোপান হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে দুজনেই বাঙালি বীরের প্রতীকে সমীহ আদায় করে নিয়েছেন। অথচ তখনও সশরীরে বাঙালির বীরের পরিচয় ছিল না । বাঙালির জাতীয়তাবোধের জাগরণে মারাঠা-রাজপুতদের মতো বাংলার ইতিহাসের আশ্রয়ে বীরদের তুলেধরার আয়োজন চলেছিল, তার মধ্যে সেই বীরের চেয়ে বীরত্বের কিছু নির্দশন উঠে এসেছে । এজন্য আধুনিকমনস্ক বাঙালির কাছে প্রকৃত বীরের প্রত্যাশা থাকলেও প্রতীক্ষা ছিল না। আসলে মননবিলাসী বাঙালির কাছে মনোবল যেভাবে প্রাধান্য পেয়েছে, বাহুবল সেভাবেই উপেক্ষিত হয়েছে । সেই মনোবল ও বাহুবলে বলীয়ান বীরের পরিচয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অপূর্ব মূর্তিই স্বাভাবিক ভাবে সময়ান্তরে বাঙালিমানসে প্রতিমায় পরিণত হয়েছে । সেই বীরের আগমন অচিরেই স্বাধীনতা আন্দোলনে আবির্ভাব হয়ে ওঠে। অথচ বিষয়টি তত সহজসাধ্য ছিল না। সেই কঠিনের সাধনায় সুভাষের পথের দিশারি ছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ । সেক্ষেত্রে স্বামীজির আদর্শকে পাথেয় করে সুভাষের অভিযান যে সফল হয়েছিল, তা সারাদেশে তাঁর নেতাজির পরিচয় বিস্তারেই প্রতীয়মান। অন্যদিকে বীর সুভাষের রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দেশনায়ক'('তাসের দেশ' নাটকের উৎসর্গপত্রে) হয়ে ওঠার জন্যে আদর্শ বা মত স্বামীজির হলেও পথটি ছিল একান্ত নিজস্ব । শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই পরিকল্পনা করে তিনি যেভাবে জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন, তা শুধু সাধনাসাপেক্ষই নয়, বিস্ময়কর। অধিক সময় ব্যয় না করে সময়ের সদ্ ব্যবহারের প্রতি প্রথমাবধি প্রখর আত্মসচেতন ছিলেন তিনি।

আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের জীবন থেকে উত্তরণের প্রয়াসে তাঁর কঠোর সংযমী জীবনযাপন পালনের কথা সুভাষচন্দ্র নিজেই অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'An Indian Pilgrim'(১৯৩৭)-এ। লক্ষণীয়, পুণ্যকামী একজন ভারতীয় তীর্থযাত্রীর মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আত্মসচেতনতাই তাঁকে যে 'বালবৃদ্ধ' ও 'অকালপক্ক' করে তুলেছিল, তা নিয়েও রসিকতা করেছেন সেখানে। প্রথমটির ক্ষেত্রে তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের 'একটা অস্পষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ' সক্রিয় ছিল। প্রধান শিক্ষকের কাছেই তিনি সৌন্দর্যবোধ ও প্রকৃতিপ্রেমের দীক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু পার্থিব ব্যবহারিক জীবনের প্রতি আকর্ষণই তাঁকে উন্নততর জীবনের পরিপন্থী মনে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক যৌনচেতনাও তাঁর কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়। শুধু তাই নয়, তাতে চারিত্রিক দুর্বলতা খুঁজে পেয়ে তার দমনে সক্রিয় হয়েছিলেন সুভাষ। এজন্য অবশ্য তিনি পরবর্তীতে আফশোস করেও বিরূপতা প্রকাশ করেননি, বরং নদীর সাগরে মেলার আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ততদিনে অস্থির মন নিয়ে পার্থিব কামনাবাসনাময় জীবন থেকে উত্তরণের দিশায় অজ্ঞাতে খুঁজে চলা থেকে পাশের আত্মীয়ের বাড়িতে বই দেখতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলির মধ্যে তার হদিশ মেলা সবই ঘটে গেছে সুভাষচন্দ্রের। তিনি সেই প্রাণসঞ্জীবনী বিশল্যকরণী প্রাপ্তির কথা দ্বিধাহীন চিত্তে জানিয়েছেন 'প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য ও নীতিবোধ জাগ্রত করেছিলেন, আমার জীবনে নতুন এক শক্তি এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কোনও আদর্শ তাঁর কাছ থেকে লাভ করিনি, যার জন্য সমগ্র সত্তাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি। বিবেকানন্দ আমাকে তাই এনে দিলেন।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামীজির দেহত্যাগের সময় সুভাষচন্দ্রের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর। সদ্য পনেরোতে এসে কৈশোরোত্তীর্ণ সুভাষচন্দ্র স্বামীজির রচনাবলির মধ্যে তাঁকে খুঁজে পেয়েছেন । সেই স্বামীজিই হয়ে ওঠে তাঁর ধ্যানজ্ঞান। অচিরেই তিনি বিবেকানন্দ থেকে রামকৃষ্ণে পৌঁছে যান। তাতে তাঁর সংযমী জীবনের লড়াই আরও তীব্র হয় । তাঁর কথায় 'রামকৃষ্ণের ত্যাগ ও শুদ্ধতার দৃষ্টান্তের ফল হয়েছিল এই যে, আমার সমস্ত কুপ্রবৃত্তির (যৌনপ্রবৃত্তি) সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। আর বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচলিত পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমার সংঘর্ষ ডেকে এনেছিল।' যৌনচেতনা দমনে তাঁর অতিসক্রিয়তা নিয়ে সুভাষচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই আত্মসচেতনতা ফিরে পেয়েছিলেন। এজন্য তা নিয়ে বাড়াবাড়ি মনে হলে তার প্রয়োজনকেও অস্বীকার করেননি। তাঁর কথায় 'নতুন করে আবার যদি আমার জীবন শুরু করতে পারতাম তা হলে খুব সম্ভবতঃ আমি যৌন বিষয়ে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতাম না, বাল্যে ও যৌবনে যা করেছি। এর অর্থ এই নয় যে যা করেছি তার জন্য অনুতাপ করেছি। যৌন-সংযমকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে যদি কোনও ভুল করে থাকি, সে ভুলে সম্ভবতঃ আমার ভালই হয়েছে, কেননা এর ফলে ঘটনাচক্রে হলেও আমি উপকৃত হয়েছিলাম । দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, এর ফলে নিজেকে এমন একটা জীবনের জন্য তৈরি করে তুলেছিলাম যা চিরাচরিত পথ ধরে চলবে না এবং যাতে স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও নিজের বৈষয়িক উন্নতির কোনও স্থান নেই।' সুভাষচন্দ্রের এরূপ ধারণার মধ্যেই তাঁর পরিকল্পিত জীবনের ছায়া কায়া বিস্তার করে।

স্কুলে পড়ার কালেই সুভাষচন্দ্রের সংযমী জীবন প্রেসিডেন্সি কলেজে আসার পর আরও তীব্রতা লাভ করে। ১৯১৩-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর বাবা জানকীনাথ বসুর সুযোগ্য হয়ে দেশসেবার কথা তাঁর মনে ধরেছিল। এজন্য পড়াশোনাতেও তাঁর ফাঁকি ছিল না। শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষা যাতে তাঁর জীবনের উত্তরণকে সহজ করে তোলে, সেদিকেও সুভাষের পরিকল্পনামাফিক চিন্তাভাবনা সক্রিয় ছিল। তাঁর সেই লক্ষ্যভেদী জীবনকে তিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, যা তাঁর গভীর অধ্যাবসায় ও নিবিড় সাধনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর কথায় 'যখন স্কুল ছাড়লাম তখন যদিও দারুণ এক পরিবর্তনের ঝড় আমার মধ্যে বইছিল, তবুও ইতিমধ্যেই নিজের সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলাম। যাই হোক না কেন, গতানুগতিক পথে আমি চলব না, আমার জীবনের ধারা হবে এরকম যা আমার আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও মানব সমাজের উন্নতির সহায়ক হবে। আমি দর্শন নিয়ে গভীরতর পড়াশোনা করব যাতে জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারি; বাস্তব জীবনে যতটা সম্ভব অনুসরণ করব রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে এবং কোনও মতেই ব্যবহারিক জীবনের দিকে আমি যাব না।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামীজিও দর্শন নিয়ে কলেজে পড়েছেন। অন্যদিকে এভাবে সুভাষচন্দ্র 'ব্যবহারিক জীবন'বিমুখ হয়ে যেভাবে দৃঢ় সঙ্কল্পের মাধ্যমে স্বীয় লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর মানসিক প্রস্তুতিই শুধু নয়, স্বামীজির আদর্শের পূর্ণ রূপায়ণও নিজের জীবনেই প্রতিফলিত করায় মনস্থির করেছিলেন। আসলে তিনি স্বামীজির মধ্যেই তাঁর আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিবেকানন্দের রচনাবলিতে অন্য জীবনের দিশা পেলেও সুভাষচন্দ্র কলেজে পড়ার সময়েও যথারীতি গুরু খুঁজে ফিরেছেন। শুধু তাই নয়, ১৯১৪-তে গরমের ছুটিতে বাড়ির কাউকে না জানিয়েই বন্ধুর সঙ্গে তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন এবং সাধুসন্ন্যাসীদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মনের পরিচয়ে ও ভণ্ডামির মুখোশ দেখে মোহভঙ্গ হলে ঘরে ফিরে আসেন। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল। তাঁর কথায় 'অধিকতর জ্ঞান লাভ করে আমি বাড়ি ফিরেছিলাম এবং সন্ন্যাসী ও সংসারত্যাগীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেকখানিই হ্রাস পেয়েছিল। ভালই হয়েছিল যে নিজের কর্মের দ্বারাই আমি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, কেননা এমন অনেক কিছুই আছে যা আমাদের শিখতে হয়।' এই শেখার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সুভাষের সুযোগ্য হয়ে ওঠার মধ্যে তাঁর বিস্ময়কর নিষ্ঠা ও অমানুষিক আত্মত্যাগের পরিচয়ই তাঁকে অতুলনীয় মাহাত্ম্য দান করেছে। এজন্য তিনি যেভাবে নিজের মতো করে জীবনকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন, তা যে অসাধ্যসাধন ছিল, তাঁর ব্যক্তিজীবনের উত্তরণের পথই তা বলে দেয়। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠেন সুভাষচন্দ্র বসুর দিশারি।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার

সুবল সরদার

সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর মেলা একবার। তাই বছরে একবার পূণ্যার্থীদের এখানে আসতেই হয়। অনন্ত নীল জলরাশি বেষ্টিত বঙ্গোপসাগরের মোহনায় ছোটো একটা দ্বীপকে কেন্দ্র করে সাগর মেলা বসে। সেই পৌরাণিক যুগ থেকে সাগর মেলার মহাত্ম্য এবং গুরুত্ব অসীম। সেই বিশ্বাসের পরম্পরায় আজকের এই লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থীদের জনসমাগম। সাধু, সন্ন্যাসীদের মিলন মেলা এই মেলার বৈশিষ্ট্য বলা যায়। কনকনে ঠান্ডা, উত্তরে বাতাসের দাপট, নদীর ঢেউয়ের মধ্যে নাগা সাধুদের উলঙ্গ শরীর বিস্ময় উদ্রেক করে। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে মনে হয় একমাত্র ঠান্ডাই তাঁদের গরমের পোশাক। তাঁদের যাগযজ্ঞ এই দ্বীপকে এক পূণ্য পবিত্র দ্বীপে পরিণত করেছে। এই সাগরমেলা বঙ্গের বিশেষ ঐতিহ্য এবং পরিচিত লাভ করে দেশ এবং বিদেশীদের কাছে। মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তি তিথিতে সূর্য মকর রাশিতে সংক্রমণপূর্বক উত্তরায়ণ আরম্ভ করে। পৌষ সংক্রান্তির এক বিশেষ মহেন্দ্রক্ষণে পূণ্যার্থীরা সাগরে ডুব দেয়,সূর্য প্রণাম করে। এখানে আছে পুরাণ খ্যাত সেই কপিল মুনির আশ্রম (এখন মন্দির)। যার টানে পূণ্যার্থীরা ভীড় জমায় এখানে। তাঁরা মনে করে মকরের স্নানে সব পাপ-তাপ ধুয়ে যায়। মলিনতা ধুয়ে পবিত্র হয়ে ওঠে এমনি তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস। মকর স্নানে দেহের তাপ স্নিগ্ধ হয় জানি কিন্তু মনের পাপ কেমন করে ধুয়ে যাবে !

এই মেলাকে রাজ্য সরকার বিশেষ যত্ন নেয়। রাস্তা থেকে আলো, ব্রীজ থেকে মন্দির সংস্কার ,পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। গঙ্গা সাগর মেলাকে কেন্দ্র করে ক'দিন সাগর দ্বীপ মনে হয় সিটি অফ ভ্যাটিকানের মতো একটা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। হাসপাতাল, পুলিশ , কোর্ট -আদালত, আইনজীবী। ছইয়ের ঘর, বাজার -হাট ঠিক যেন মেলার হাট বসেছে।

সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ে মন্দিরে পাদদেশে। নদী আর সাগরের মিলনের কেন্দ্র বিন্দু এই পবিত্র দ্বীপ। দেশ বিদেশ থেকে আগত পূণ্যার্থীদের মিলনের কেন্দ্র এই পবিত্র ভূমি।

এই দ্বীপকে কেন্দ্র করে সাগর ঢেউ খেলে যায় দেশে দেশে।

ঝাউ বনের নির্জনতা গা ছমছমে পরিবেশ তৈরি করে। কখনোবা নিস্তব্ধতা ভেঙে গাঙ চিল উড়ে যায়। পাখির কূজন সাগরে সুরে সুর মেলায়। অনন্ত বালুকা রাশি নীল আকাশের পানে চেয়ে থাকে। আকাশ হয়তো বুঝতে পারে তার মনের কথা। রাতে তাই তারারা বালুকা বেলায় আলো দিয়ে পথ দেখায়। রাতে নৌকার দাঁড়ের ছপছপ শব্দ। মাঝি-মল্লারদের গান। দ্বীপ বাসীদের সুখ -দুঃখ, ব্যথা -বেদনার উপকথা ঠিক যেন উপন্যাসের উপেক্ষিতা নায়িকার মতো লাগে। সৌন্দর্য পিপাসুদের কাছে মৎস্য কন্যার মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে ধরা দেয় তাঁদের চোখে।

গঙ্গা সাগর মেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'কপাল কুন্ডলা।', এই সাগর মেলায় এসেছিল নব কুমার। যখন 'সাগরসঙ্গমে 'নব কুমার, সাগরের সৌন্দর্য মোহিত হয়ে সে বলে- 'আহা! কী দেখিলাম! জন্ম জন্মান্তর ভুলিব না।' সত্যি এই সাগর দ্বীপের অপার অপার্থিব এমন নৈস্বর্গীক সৌন্দর্য কখনো ভোলা যায় না। একদিকে পূণ্যার্থীদের কাছে এক অতি পবিত্র স্থান, অন্যদিকে সৌন্দর্য পিপাসুদের নেশা ধরায় চোখে। বালুকা বেলায় নোনা জলের স্বাদ নিতে, বেলা বয়ে যায় নুড়ি কুড়িয়ে, প্রেমিক হয়ে নির্জনতার হাত ধরে, নদীর গান শুনে এখানে কোলাহল জীবনের একটু মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় । সাগর দ্বীপ পূণ্য দ্বীপ, মুক্তিরও দ্বীপ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইস্তফা পত্র প্রত্যাহার করার আবেদন

পদ্ধতিগত ত্রুটির বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ সিউড়ি পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বিতর্কে কেন্দ্রবিন্দু থাকা সিউড়ি পুরসভায় ফের বিতর্ক। এবার বিতর্কের কেন্দ্র মূলে প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অঞ্জন কর। সিউড়ি পুরসভার পুরপ্রধানের দায়িত্ব নিয়ে ২০২২ সালে চেয়ারে বসেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত অঞ্জন কর, কিন্তু তৃণমূল পরিচালিত এই পুরসভায় কাউন্সিলরদের অধিকাংশের সঙ্গে তাল মিলের অভাব দেখা দেওয়ায় এবং দলীয় নির্দেশে পদ খোয়াতে হয় অঞ্জন করকে। তারপরই সংবাদমাধ্যমে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুরে শিরোনামে আসেন অঞ্জন কর। তারপর ময়ূরাক্ষী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, সিউড়ি পুরসভায় পুরপ্রধানের দায়িত্ব হাত বদল হয়ে এসেছে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। সেই সময় শারীরিক অসুস্থতার কথা ঘোষণা করে পুরপ্রধানের আসন এবং পুর প্রতিনিধি হিসেবে ইস্তফা তিনি জমা দেন মহাকুমা শাসকের হাতে। পুর প্রতিনিধি হিসেবে ৪ আগস্ট ইস্তফা পত্র জমা দেন বর্তমান পুরপ্রধানের হাতে। পরে তিনি ১৬ আগস্ট পুনরায় চিঠি লিখে কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা প্রত্যাহার করার কথা জানিয়ে আবেদন করেন। বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সঙ্গে নিয়ে সিউড়ি পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান সেই ইস্তফা পত্র গ্রহণ করেন ১৯ অগস্ট। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি অঞ্জন করের দাবি, তাকে না জানিয়ে একতরফাভাবে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের মিটিং ডেকে ইস্তফা পত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং পদ্ধতিগত ও আইনগত ত্রুটি তাতে রয়েছে। এরপরেই তিনি মহকুমা শাসক, জেলাশাসক ও পুর প্রধানের কাছে চিঠি লিখে আবেদন জানান কাউন্সিলর পদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পাশাপাশি তিনি পুর আইন মোতাবেক যে পদ্ধতিতে তার কাউন্সিলর পদ খারিজ করা হয়েছে তার বিরোধিতা করে তদন্ত দাবি করেছিলেন কিন্তু সকলের কাছে সন্তোষজনক কোনও উত্তর না পেয়ে শেষমেষ আরটিআই করেন। পরে তিনি জানতে পারেন তার ইস্তফা পত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার আবেদন মঞ্জুর করা হয়নি। তাই তিনি পদ্ধতিগত ও আইনগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় জানান, তিনি ইস্তফা দিয়েছিলেন তা গ্রহণ করা হয়েছে পরে আবার তিনি ইস্তফা পত্র প্রত্যাহার করার কথা বলেছেন কিন্তু তা আর মানা সম্ভব হয়নি, তাই উনি আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আইনিভাবেই এই ঘটনার মোকাবিলা করবেন।

ষাঁড়ের আতঙ্ক ছড়িয়েছে হুগলির তারকেশ্বরে, ষাঁড়ের আক্রমণে গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: ষাঁড়ের আতঙ্ক বাড়ছে তারকেশ্বরে। ষাঁড়ের গুঁতোয় এক যুবক গুরুতর জখম হন। এর আগেও ষাঁড়ের আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রশাসন একটা কিছু ব্যবস্থা করুক, চান এলাকার লোকজন। এই দাবি নিয়ে বিক্ষোভও দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার তারকেশ্বর জোৎস্নায় এলাকায় শিবলাল যাদব নামে এক যুবককে আচমকাই একটি ষাঁড় গুঁতোতে শুরু করে। রাস্তায় ফেলে গুঁতোতে শুরু করে ষাঁড়টি। ওই যুবকের একেবারে গলার কাছে শিং ঢুকে যায় ষাঁড়ের। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক। স্থানীয়রা কোনওরকমে ষাঁড়টিকে তাড়িয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে ক্রমেই অবস্থার অবনতি হতে থাকে। এরপরই কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। এদিকে এলাকায় খবর ছড়াতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই তাণ্ডব চলছে এলাকায়। যা নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কে তাঁরা। তাঁরা জানান, ষাঁড়ের গুঁতোয় এর আগে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে তারকেশ্বরের বিভিন্ন এলাকায়। জখমের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এমনকী ষাঁড়ের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি শিশুরাও। স্থানীয়দের অভিযোগ, ষাঁড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এ বিষয়ে তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা অধিকারী জানান, তারকেশ্বর শৈব তীর্থ। এখানে প্রচুর ষাঁড় এমনিই ঘোরাঘুরি করে। তবে সিংহভাগই গৃহপালিত নয়। তিনি বলেন, বনবিভাগকে এ নিয়ে জানানো হয়েছে। প্রশাসনও যাতে বিষয়টিতে আলাদা নজর দেয়, তা নজর রাখা হবে বলেও জানান তিনি।

বিজেপির যুব মোর্চার পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান বর্ধমান থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান শহরের বিভিন্ন অবৈধভাবে চলা মধুচক্র এবং অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে বর্ধমান থানায় ডেপুটেশন প্রদান করল বৃহস্পতিবার বর্ধমান জেলা বিজেপি যুব মোর্চা। ডেপুটেশন প্রধান বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুধীর রঞ্জন সাউ বলেন, আপনারা দেখেছেন বর্ধমান শহরের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে মধুচক্র এবং অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে। বর্ধমান শহরের বেশকিছু হোটেলে প্রায় প্রতিনিয়তই মধুচক্রের আসর বসছে। তাই পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির যুব মোর্চার পক্ষ থেকে আমরা পাঁচজন প্রতিনিধি দল লিখিতভাবে বর্ধমান থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ জানালাম।

অন্ডালে রাম মন্দির উদ্বোধনের আমন্ত্রণপত্র বিলি করলেন বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে অযোধ্যা থেকে মানুষের ঘরে ঘরে অক্ষত ও আমন্ত্রণপত্র বিলি করছেন রামভক্তরা। বৃহস্পতিবার অন্ডালে পৌঁছেছেন বাঁকুড়ার শালতোড়া বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি। প্রথমে তিনি একটি মন্দিরে প্রার্থনা করেন। তারপরে, তিনি অন্ডালের পুরাতন থানা রোড থেকে পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত মানুষের বাড়ি এবং দোকান পরিদর্শন করেন এবং রাম মন্দির উদ্বোধনের আমন্ত্রণপত্র তুলে দেন।

বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি জানিয়েছেন, ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। মন্দিরের গর্ভগৃহে স্থাপিত হবে ভগবান শ্রী রামের মূর্তি।

এটি প্রতিটি সনাতনীর জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এ উপলক্ষ্যে সব লোককে অযোধ্যায় পাঠানো সম্ভব নয়। তবে আমন্ত্রণপত্র সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তিনি বলেন, ভগবান শ্রী রাম সকলেরই আরাধ্য। এমতাবস্থায়, কোনো ভেদাভেদ ছাড়াই, আমরা অযোধ্যা থেকে আমন্ত্রণপত্র এবং অক্ষত সবার কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করছি, সে বিরোধী দল থেকে হোক বা অ-সনাতনী হোক। কেউ কেউ এই প্রচার নিয়ে কটুক্তি করছেন। এ উপলক্ষ্যকে রাজনৈতিক রং দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করছে। এই ধরনের লোকদের ভগবানকে ভয় করা উচিত। সবাইকে একত্রিত হতে হবে এবং এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে হবে বলে জানান বিজেপি সাংসদ।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সস্ত্র, সার্কেল অফিস, হুগলী, ২৩এ, রাই এম সি লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট, পোস্ট- শ্রীরামপুর, হুগলী(পঃবঃ), পিন-৭১২২০১, ইমেল আইডি: cs8240@pnb.co.in

সংশোধনী

ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন-এ **১৫.১১.২০২৩** তারিখে প্রকাশিত আমাদের **১৪.১১.২০২৩** তারিখের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা দখল বিজ্ঞপ্তির অধীনে বিজ্ঞাপনে **(ক্র নং ৬. শ্রীমতী মণিমালা দে (মেসার্স রক্তিম এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী))** এবং শ্রী রতিকান্ত দে (জামিনদার)) কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে প্রত্যাহার করা হয়েছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

তারিখ: ১২.০১.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: শ্রীরামপুর — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ব্রাঞ্চ
মিউনিসিপ্যালিটি অফিস বর্ধমান,
জি.টি. রোড, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১০১

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

যেখানে অঙ্গীকার চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে ব্যাংকের ঋণ আদায়ের জন্য তফসিল-১, সম্পত্তি নিলাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

বিক্রয় শর্তাবলী

ক) যেখানে যা আছে, যা আছে এবং কোনো পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত বিক্রি করা হবে এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলছে এমন শিরোনাম, শর্ত বা অন্য কোনো তথ্যের জন্য ব্যাংক দায়ী নয়।
খ) নিলামটি **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন শাখা,** মিউনিসিপ্যালিটি অফিস বর্ধমান, জি.টি. রোড, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১০১ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে ৩০.০১.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.৩০টায়।
গ) ইচ্ছুক ক্রেতা/দরপত্রদাতাকে **২৯.০১.২০২৪ তারিখে** সকাল ১১টার মধ্যে শাখায় নিলাম পরিচালনা করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ইএমডি-র পরিমাণ জমা দিতে হবে। **ইএমডির জন্য চেক গ্রহণ করা হবে না।**
ঘ) তফসিল ১-এ উল্লিখিত বিবরণগুলি ব্যাঙ্কের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বলা হয়েছে এবং কোনও ত্রুটি, ভুল বিবরণ বা বাদ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করবে না।
ঙ) ৩০.০১.২০২৪ তারিখে, দুপুর ২.৩০টায় আন্তঃবিডিং সমস্ত ইচ্ছুক ক্রেতাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে, যারা ইএমডি-র জন্য যথাযথ ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা করেছে। যে পরিমাণ দর বাড়ানো যাবে তা ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে।
চ) নথিভুক্ত কারণগুলির জন্য, যে কোনও কারণে নিলামের প্রক্রিয়া বাতিল করা এবং জমা দেওয়া ইএমডি ফেরত দেওয়া ব্যাঙ্কের বিবেচনার মধ্যে থাকবে এবং দরদাতাদের কাছ থেকে সেই বিষয়ে কোনও দাবি বা প্রতিনিধিত্ব ব্যাঙ্ক গ্রহণ করবে না।
ছ) যে ব্যক্তিকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে তাকে নিলামের তারিখে সম্পূর্ণ বিডের পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে।
জ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফল দরদাতা দ্বারা উপরোক্ত নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, বিক্রয় বাতিল করা হবে, এবং ইতিমধ্যে প্রদানকৃত অর্থ (ইএমডি সহ) বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তি আবার বিক্রয় করা হবে।
ঝ) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পরে ব্যাঙ্ক বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবে এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ হবে এবং ব্যাঙ্ক কোন দাবি গ্রহণ করবে না।
ঞ) এই নোটিশের কোন কিছুই সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না বা বিবেচিত হবে না। ব্যাঙ্ক যে কোনও কারণে বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে যে কোনও কারণে এটি উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে বা এমনকি কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং এই ধরনের বাতিলকে দরদাতাদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ বলা হবে না।
ট) ব্যাঙ্ক তার সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান এবং বিক্রয়ের যে কোনও শর্ত পরিবর্তিত, পরিবর্তন এবং পরিত্যাগ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
ঠ) দালাল/মধ্যস্থতাকারীরা গ্রাহ্য নয়।

এখানে বর্ণিত বিশদ বিবরণ অনুযায়ী পাবলিক নিলামের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাছে থাকা সম্পত্তিগুলি:

তফসিল ১

ঋণগ্রহীতার নাম এবং নিলামের দফাসমূহের বিস্তারিত	নিলামের তারিখ এবং স্থান	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা
শ্রী সন্দীপ রায় দফাসমূহ : ১টি চেন (নেকলেস)	৩০.০১.২০২৪ দুপুর ২.৩০টায়	৪৮,৮৫০ টাকা (আটচল্লিশ হাজার আটশ পঞ্চাশ টাকা)	৪,৮৮৫.০০ টাকা (চার হাজার আটশ পঁচাশি টাকা)

২৯.১২.২০২৩ পর্যন্ত মোট বকেয়া
৪৩,২৪৭.৩৬ টাকা (তেতাল্লিশ হাজার দুশো সাতচল্লিশ টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) টাকা এবং অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সুদ এবং খরচ।

তারিখ : ১১.০১.২০২৪ — ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
স্থান : বর্ধমান — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এলাইটকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
CIN : L16000DL1987PLC396234
রেজিস্টার্ড/কর্পোরেট অফিস : ১৫২, শিবানী অ্যাপার্টমেন্টস, প্লট নং ৬৩, আই পি এক্সটেনশন, পাতপরগঞ্জ, দিল্লি- ১১০০৯২, ফোন : ৯৮৭১৭৬১০২০
ইমেল : admin@eliteconinternational.com ওয়েবসাইট : www.eliteconinternational.com

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০২১ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অব ইক্যুইটি শেয়ারস) রেগুলেশনস এর রেগুলশেন ৫ এবং ৬ (সেবি ডিলিস্টিং রেগুলেশনস) এবং সংশোধনী পরবর্তীতে অনুযায়ী এলাইটকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের (কোম্পানি) ডিরেক্টর বোর্ড বুধবার ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের ত্যাগের সুবিধা ব্যতীত দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্বেচ্ছায় তালিকাবিমুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

তালিকা বিমুক্তির প্রয়োজনীতা এবং উদ্দেশ্য :
কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) তে তালিকাভুক্ত। কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় সেবি ডিলিস্টিং রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৫ এবং ৬ সংস্থান অধীনে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ সিএসই থেকে তালিকা বিমুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করে। সিএসই থেকে স্বেচ্ছায় ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ তালিকাবিমুক্তির প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হল শেয়ার কেনাবেচার সময়ে স্টক এক্সচেঞ্জকে ফি দেওয়া থেকে রেহাই পাওয়া এবং কোম্পানি সিএসই তে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর থেকে শেয়ার লেনদেন করেনি।
কোম্পানি বিশ্বাস করে তালিকাবিমুক্তির প্রস্তাবের ফলে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণ কোনও অসুবিধার মধ্যে পড়বেন না।
সেবি ডিলিস্টিং রেগুলেশনস এর শর্ত অনুযায়ী, কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারগণকে বেড়িয়ে যাওয়ার সুবিধা ব্যতীতই সিএসই থেকে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাবিমুক্তির প্রস্তাব করেছে, যেহেতু কোম্পানির শেয়ারসমূহ দেশের সকল স্থান থেকে লেনদেনের সুবিধা ব্যবস্থা থাকা বিএসই তে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত থাকছে। ফলে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ বিএসইতে শেয়ার তালিকাভুক্ত করা এবং লেনদেনের সুবিধা পাবেন।

তালিকাবিমুক্তি পরবর্তী মূলধনের গঠন :
ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ তালিকাবিমুক্তির পরবর্তীতে কোম্পানির মূলধন কাঠামোয় কোনও পরিবর্তন হবে না।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এলাইট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(বিপিন শর্মা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

তারিখ : ১০.০১.২০২৪
স্থান : নিউ দিল্লি

পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক / Punjab & Sind Bank

পরিশিষ্ট-৪
[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

নিউ আলিপুর শাখা
৩৫/৭, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল: K0911@psb.co.in

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৮.০৯.২০২৩** তারিখের একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা(গণ): (১) শ্রীমতি রূপা দেশী,** স্বামী-সন্দীপ দেশী এবং **(২) শ্রী সন্দীপ দেশী,** পিতা- মনোরঞ্জন দেশী, বাসস্থান- ১১, মতিলাল নেহেরু রোড, ওয়ার্ড নং ৮৫, থানা- লেক, কলকাতা - ৭০০ ০২৯ -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ **১৫,৩৪,৭৪৫.০০ টাকা** (পনের লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) এবং তদুপরি সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৮ জানুয়ারি, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **১৫,৩৪,৭৪৫.০০ টাকা** (পনের লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : তথায় থাকা ইট দিয়ে তৈরি জি+২ তলা আবাসিক পুরানো বিল্ডিং সহ ১ কাঠা ৮ ছটাক বাস্তু জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা প্রিমিসেস ১১, মতিলাল নেহরু রোড, ওয়ার্ড নং ৮৫, ডিএসআর , ১ দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং আলিপুর এডিএসআর অফিসের এখ তিয়ারের মধ্যে, থানা- লেক, পিন- ৭০০ ০২৯, নিবন্ধিত গিফট ডিড নং আই-১৬০৫০৭০৫৮/২০১১ এবং ১৬.০৯.২০১১ তারিখে নিবন্ধনটি এডিএসআর আলিপুরে নিবন্ধিত ভলিউম নং ৩০ পৃষ্ঠা ৪২৬৪ থেকে ৪২৮২ এ নথিবদ্ধ। **সীমানা:** উত্তরে - ১২ মতিলাল নেহরু রোড, দক্ষিণে - ২৬/১ এ, মনোহর পুকুর রোড, পূর্বে - অন্যান্য জমি ও বাড়ি, পশ্চিমে - রাস্তা।

তারিখ : ০৮.০১.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

SBI
এসবিআই এগ্রিকালচার কমার্শিয়াল ব্রাঞ্চ, ডেবরা
ডেবরা এসিবি (০৩৬৪৭), পো. ডেবরা বাজার
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১২৬, ইমেল - sbi.03647@sbi.co.in

১৩(৪) ধারার রুল ৮(১) অধীনে — পরিশিষ্ট - ৯
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডেবরা এসিবি শাখার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৩** সংস্থান অধীনে **০১.১১.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী কিঙ্কর পট্টনায়ক, পিতা গৌরহরি পট্টনায়ক এবং মানসী পট্টনায়ক স্বামী কিঙ্কর পট্টনায়ক** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,১৪,৪৬৯ টাকা (সাত লাখ চৌদ্দ হাজার চারশ উনসত্তর টাকা) টাকা এ/সি নং ৩৭৫৬৩৭২৪৮১৫১ এবং ০১.১১.২০২৩** থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডেবরা এসিবি শাখার** নিকট বকেয়া **৭,১৪,৪৬৯ টাকা (সাত লাখ চৌদ্দ হাজার চারশ উনসত্তর টাকা) টাকা এ/সি নং ৩৭৫৬৩৭২৪৮১৫১ এবং ০১.১১.২০২৩ (তারিখ)** সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১ নং সম্পত্তি : সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী কিংকর পট্টনায়ক পিতা গৌরহরি পট্টনায়ক, গ্রাম : উত্তর কাটাল, পো : পাঁশকুড়া, থানা : পাঁশকুড়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১১৩৯, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পত্তির বিস্তারিত : জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, মৌজা : উত্তর কাটাল, বাস্তু জমি : এরিয়া : ২ ডেসিমেল, গোহপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেএল নং : ৯৬, আরএস খতিয়ান নং ১১৫, এলআর খতিয়ান নং ১৭৮, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং : ৩৯৬, পৃষ্ঠা ৪৪ থেকে ৪৭, ভল্যুম নং ৯০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩২৭, **দলিল নং ১০৩/২০০৮, তারিখ : ০৪.০১.২০০৮, নথিভুক্ত বুক নং : ১, পৃষ্ঠা ১৪৬২ থেকে ১৪৭৭, দলিল নং ০০১০৩/২০০৮** সালের।
চৌহদ্দি : উত্তরে : নিজ প্লট নং : ৪২০/৫০৩, **দক্ষিণে :** যৌথ সম্পত্তি, **পূর্বে :** শঙ্কর পট্টনায়েকের ভবন, **পশ্চিমে :** গৌরহরি পট্টনায়েকের ভবন সমন্বিত।

তারিখ - ১০.০১.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SHIKSHA
Remuneration – Rs. 20,000.00 P.M (Consolidated)
M/S SHIKSHA HIRING FOR VOCATIONAL TRAINERS IN GOVT. SCHOOLS UNDER CSS-VSE OF WEST BENGAL
Requires professionally qualified Vocational Trainers on Contractual basis/Purely on temporary basis in Govt. schools under CSS-VSE of West Bengal to implement CSS-VSE. Candidates must be domicile of West Bengal.

Sector	No of Vacancy	Trainer Qualification (s)
CONSTRUCTION	40	B.Tech in Civil Engineering from a recognized Institute /University, with at least 1 year work / teaching experience OR Diploma in Civil engineering with 2 years work / teaching experience
BANKING, FINANCIAL SERVICE AND INSURANCE	40	Post-graduation in commerce/management/ finance from a recognized institute/university, with at least one year work experience
IT & ITES	40	Diploma in Computer Science/ Information Technology OR Bachelor Degree in Computer Application/ Science/ Information Technology (BCA, B. Sc. Computer Science/ Information Technology) OR Graduate with PGDCA OR DOEACC A Level Certificate. The suggested qualification is the minimum criteria. However higher qualifications will also be acceptable. OR Bachelor of Engineering / Technology in Computer Science/ Information Technology Or Master of Computer Science OR Master of Computer Application Or Master of Information Technology Or DOEACC B Level Certificate. The suggested qualification is the minimum criteria. However higher qualifications such as Master of Engineering / Technology in Computer Science/ Information Technology will also be acceptable. The candidate should have a minimum of 01 Year work experience in same job role

**** This is a Purely private job. If you are selected for this job, then you will be an employee of M/S SHIKSHA**
Age: 18-40 years (As on 31st December, 2023). Age relaxation to be provided as per State Govt. Rules. Interested candidates may apply through **E-Mail ID/Website : wbcoordinator.bfsi@theshiksha.org** OR **www.theshiksha.org/career.php**
With their Bio-Data, all Educational qualifications and Aadhar Card within **20-01-2024**
Short listed candidates will be intimated through E-Mail, SMS or WhatsApp.
For more information contact : **9734655548**

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF BANSBERIA MUNICIPALITY
Tribeni Main Road,
P.O.- Bansberia, Dist.- Hooghly
West Bengal, PIN- 712502
Employment Notice No. 01/BNS/Health/HHW/2023
Dated 11.01.2024
Applications are invited from eligible women residents of Bansberia Municipality for filling up the vacant posts of HHW's under Bansberia Municipality. Interested candidates can apply within 03.02.2024 upto 5.00 pm. For details please log on to www.bansberiamunicipality.org
Sd/- Chairman,
Bansberia Municipality

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬)(এ) সম্পর্কিত
এবং
সীতা নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U64990WB1994PTC062127)
রেজিস্টার্ড অফিস রুম নং ৫০১, ৬ষ্ঠ তল, গেট নং - ০২, পোদ্দার কোর্ট, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"হরিয়ানা রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের **১৩ ধারা** অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রুম নং ৫০১, ৬ষ্ঠ তল, গেট নং - ০২, পোদ্দার কোর্ট, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১
সীতা নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
চেতন সচদেব
ডিরেক্টর
ডিন-০০৩২২৮৮৩
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.০১.২০২৪

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)

মারগ্রাম শাখা (শাখা কোড-৩৯১৪০)
মারগ্রাম, রামপুরহাট ব্লক ২,
মারগ্রাম, বীরভূম,
পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১২০২

৩০.০১.২০২৪ তারিখে অস্থাবর সম্পদ / মারুতি সুজুকি সুইফ্ট ডিজায়ার বিক্রির জন্য পাবলিক নোটিশ

ক্র. নং	শাখার নাম, যোগাযোগের ব্যক্তি, ফোন নম্বর এবং ইমেল আইডি	ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	দায়বদ্ধতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. ইএমডি গ. বিড বৃদ্ধি	ক) অকশনের তারিখ ও সময় খ) যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ	সুরক্ষিত ক্রেডিটরের অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএস কোড	নিলামের পদ্ধতি এবং নিলামের স্থান
১.	ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া - মারগ্রাম শাখা ঠিকানা - মারগ্রাম রামপুরহাট ব্লক ২ বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩১২০২ মোবাইল : ৭০০১৫২৫৩৭৮ ইমেইল আইডি- ubin0539147@unionbankofindia.com	ঋণগ্রহীতা : মৌলা রাখা সরকার	গাড়ির হাইপোথিকেশন ভেহিকেল নং/রেজিঃ নং : **WB-56-C-1762** রেজিস্ট্রেশন তারিখ : ২২.০৬.২০১৭ তৈরি মডেল : **Maruti Suzuki India Ltd Dzire VDI BSIV 05/2017** বীমার বৈধতা : ০৩.০৭.২০২৪ পর্যন্ত চেসিস নং : **MA3CZF03SHE108181** ইঞ্জিন নং : **D13A-3078552** পরিদর্শনের স্থান : রিজিওনার অফিস, দুর্গাপুর	৩,৬৫,৮১৬.০০ টাকা ০১.০১.২০২৪ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ এবং খরচ লোন অ্যাকাউন্ট বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত	ক. ৩,৬৯,০০০/- টাকা খ. ৩৬,৯০০/- টাকা গ. ৫০০০/- টাকা	ক) ৩০.০১.২০২৪ সময়: দুপুর ১২.৩০ থেকে দুপুর ১.৩০টা কোন এক্সটেনশন সময় ছাড়া খ) ২৯.০১.২০২৪ পর্যন্ত সময়- বিকেল ৪.০০ থেকে বিকেল ৫.০০টা	অ্যাকা. নম্বর : ৩৯১৪০১৯৮০০৫০০০০ অ্যাকাউন্টের নাম- INWARD RTGS আইএফএস কোড : UBIN0539147 শাখা- মারগ্রাম শাখা	নিলামের পদ্ধতি : বাস্তবিক নিলাম নিলামের স্থান : দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী মনোজ কুমার নোনিয়া মোঃ- ৯১৬৬৬০০৮৭৭ ইমেল : crld.rodurgapur@unionbankofindia.bank

বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলীর বিবরণ :
- অকশন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ, স্থান এবং সময়ে সর্বজনীন নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।
- উপরের অস্থাবর সুরক্ষিত সম্পদগুলি 'যেখানে যেমন আছে', ' যা আছে যেমন আছে' এবং ' সেখানে যা কিছু আছে' শর্তে বিক্রি করা হবে।
- সুরক্ষিত ক্রেডিটর/ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তৃতীয় পক্ষের দাবির জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
- দরদাতাদের তাদের নিজেদেরকে পক্ষ থেকে তদন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
- ইচ্ছুক দরদাতাকে রিজার্ভ মূল্যের ১০% বায়না অর্থ জমা হিসাবে এনইএফটি/আরটিজিএস আকারে উপরে উল্লিখিত বিশদ বিবরণে বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট-ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, **মারগ্রাম শাখার** পক্ষে জমা দিতে হবে **সন্ধ্যা ৬.০০ টা ২৯.০১.২০২৪ তারিখ** বা এর আগে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদেয় বা একটি লিখিত রসিদ পেতে।
- যার দর গৃহীত হবে তাকে বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে হবে এবং তারপরে যে দরপত্র গৃহীত হয়েছে তার পক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে , নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত অর্থ প্রদান না করা হলে বিড পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের রয়েছে।
- ব্যাঙ্কের যে কোনো সময়ে অকশন বাতিল করার অধিকার রয়েছে।
- বিড ফর্ম পূরণ করার সময় দরদাতার সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা তাদের পরিচয় প্রমাণ এবং প্যান কার্ড অবশ্যই দিতে হবে।
- একক দর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, একমাত্র দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
- একবার বিড করলে তা বাতিল বা প্রত্যাহার করা হবে না। এইভাবে ঘোষিত সফল দরদাতাকে ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি/ইন্টারনেট ট্রান্সফার/চেক সাপেক্ষে সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য (ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে , আদায়, বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে বা লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের মধ্যে সাপেক্ষে।
- পেমেন্ট সাপেক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার পরে বিক্রয়কৃত সম্পদটি সফল দরদাতার কাছে সরবরাহ করা হবে যেখানে শর্ত রয়েছে পরিবহনের জন্য আইনি চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, নিবন্ধন চার্জ এবং প্রযোজ্য পণ্য ও পরিষেবা কর সফল দরদাতা দ্বারা বহন করতে হবে। যদি দরদাতা/হাইপোথেকেটোর ব্যাংক কর্তৃক চূড়ান্ত বিড গৃহীত হওয়ার পূর্বে বাজেয়াপ্তকরণ এবং সর্বজনীন অকশন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় সহ সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করে, ব্যাঙ্ক অকশন বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
- অসফল দরদাতারা যারা ইএমডি জমা করেছেন তারা বিক্রয় নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে কোনো সুদ ছাড়াই একই অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন।
- পাওয়া তথ্য এবং জ্ঞানের সর্বোত্তমভাবে, সম্পদের উপর কোন দায় নেই। যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের দায়বদ্ধতা, শিরোনাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন তদন্ত করা উচিত।
- সম্পদ অকশনে রাখা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া, তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে যাচাই করতে হবে, পরবর্তীতে পাওয়া ভুল তথ্যের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
- অকশনের বিজ্ঞাপনটি সম্পদ বিক্রি করার জন্য ব্যাংকের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না। ব্যাঙ্ক এর কারণ না দেখিয়ে অকশন বাতিল করার অধিকার আছে
- সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচ্য ব্যাঙ্কের বকেয়া বরাদ্দের জন্য একচেটিয়াভাবে উপলব্ধ থাকবে এবং এটি সমস্ত বকেয়া এবং অন্যান্য বকেয়া যদি থাকে তবে এর দায়-দায়িত্ব ব্যতীত, যার সবকটিই প্রস্তাবিত ক্রেতাকে তার নিজস্ব উৎস থেকে পরিশোধ করতে হবে/ নিষ্পত্তি করতে হবে।
- দরদাতাকে নিলামের কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করতে হবে।
- হাইপোথেকার কোনো ত্রুটির জন্য ব্যাংক দায়ী বা দায়বদ্ধ থাকবে না এবং এর কোনো ওয়ারেন্টি নেই।

তারিখ: ১২.০১.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: মারগ্রাম — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
সবেরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**সবেরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০৭.০৯.১৯৯৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51900WB1995PTC074040
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রেজি অফিস : ৪০এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২ কর্পোরেট অফিস : জি-২, অ্যাপোলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রেমিসেস সোসাইটি লি. মহাকালী কেভস রোডের বিপরীতে, এমআইডিসি-র নিকট, শান্তি নগর, অন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই, মহারাষ্ট্র-৪০০০৯৩
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	**১০.০১.২০২৪**
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	০৮.০৭.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**রচনা ঝুনঝুনওয়ালা** IBBI/IPA-001/IP-P00389/2017-18/10707
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯, ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৩ **ইমেল : egress.rac@gmail.com**
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯, ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৩ **ইমেল : cirp.saveradigital@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৪.০১.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	১. প্রযোজ্য নয় ২. প্রযোজ্য নয় ৩. প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে সবেরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার তারিখ ১০.০১.২০২৪।
সবেরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৪.০১.২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
একজন আর্থিক বিনিয়োগকারী যে শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত, যা ভুক্তি নং ১২ তে তালিকাভুক্ত, তার অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেবেন তালিকা নং ১৩ অন্তর্ভুক্ত ইনসলভেন্সি পেশাদার হিসেবে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির (প্রযোজ্য নয়) ফর্ম সিএ অনুযায়ী।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হবে।

স্বা/-
রচনা ঝুনঝুনওয়ালা
অন্তর্বর্তী প্রস্তাবক পেশাদার
রেজি.নং IBBI/IPA-001/IP-P00389/2017-18/10707
তারিখ : ১২.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সমস্ত নথি না আসার কারণে ফের পিছল বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলার শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনীহার কারণেই তদন্ত প্রক্রিয়া ঢিলেমি হচ্ছে দাবি প্রতিবাদী নিহত শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমিলা বিশ্বাসের। রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আড়াল করবার জন্য বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলায় বরুণের বাবা জগদীশ বিশ্বাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে দেরি করা হচ্ছে পাশাপাশি বরুণের দিদি প্রমিলা রায় বিশ্বাসের নাম সিআইডির সাক্ষী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানিয়ে আদালতে আবেদন করেন প্রমিলা রায় বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার বরুণ বিশ্বাস খুনের ঘটনায় সাক্ষী গ্রহণের কথা থাকলেও সাক্ষীরা উপস্থিত না থাকায় এই মামলার কোনও শুনানি হল না এদিন। বরুণের পরিবারের দাবি, বরুণ বিশ্বাসের বাবা জগদীশ বিশ্বাসকে কোনও সমন পাঠানো হয়নি। পাশাপাশি বরুণের দিদি অভিযোগ করেন তার বাবা জগদীশ বিশ্বাসের বয়স হচ্ছে সরকারি আইনজীবী এবং অভিযুক্তির পক্ষের আইনজীবীরা মিলে চক্রান্ত করে এই মামলাকে দীর্ঘায়িত করছে। পাশাপাশি বরুণের পরিবারের পক্ষ থেকে বরুণ খুনের মামলায় সিবিআই তদন্ত দাবি জানানো হচ্ছে। বরুণের পরিবারের আইনজীবী দীপাঞ্জন দত্ত বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে বারবার সরকারি উকিল পরিবর্তন করা হচ্ছে অন্যদিকে সাক্ষী হিসেবে বরুণ বিশ্বাসের বাবাকে ডাকাই হচ্ছে না ফলে তদন্ত বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে জগদীশ বিশ্বাসের বয়স হয়েছে তাই সরকার চাইছে কোনও একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাক তাহলে বেশ কিছু তথ্য প্রমাণ লোপাট হবে। আমরা আদালতের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যাতে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির জন্য। দাবি, দ্রুত বরুণ বিশ্বাসের বাবার বয়ান রেকর্ড করা হোক পাশাপাশি প্রমিলা বিশ্বাসের অনুরোধে তার দিদিকেও এই মামলার সাক্ষী হিসেবে যুক্ত করা হোক। আমাদের রাজ্য পুলিশের সিআইডির ওপরে আস্থা নেই আমরা চাই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত করুক। সরকারি আইনজীবী শ্যামলকান্তি দত্ত বলেন, বেশকিছু নথিপত্র জমা দেওয়া হয়েছে তবে সমস্ত নথি না আসার কারণে সাক্ষী পক্ষকে ডাকা হয়নি। এদিন প্রমিলা রায় বিশ্বাস আরও বলেন, আমার ভাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে আর আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আমার ভাইকে খুনের পেছনে মূল মাথা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আমরা আদালতের কাছে আবেদন জানাচ্ছি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নামটা এফআইআরে ঢোকানো হোক। আদালতের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। বরুণ বিশ্বাসের পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সাক্ষীর শুনানি রয়েছে আগামী মার্চ মাসের ৭ তারিখ বনগাঁ ফাস্ট ট্র্যাক ১ এর এজলাসে।

শিক্ষক পরিবারের হাত-পা বেঁধে লুঠ চালাল দুষ্কৃতীর দল

খোয়া গেল কয়েক লক্ষ টাকার গয়না-সহ নগদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শিক্ষক দম্পতি ও তার ছেলেমেয়েদের হাত-পা বেঁধে ভয়াবহ লুঠপাট চালাল সশস্ত্র ডাকার দল। বুধবার মধ্যরাতের এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছে বৈষ্ণবনগর থানার সাহাবানচক গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বেদরাবাদ এলাকায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের কর্ণধার তথা প্রধান শিক্ষক মহম্মদ উজির হোসেনের বাড়িতেই ১০ থেকে ১৫ জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতীর দল ডাকাতি করে বলে অভিযোগ। লুঠ করা হয়েছে প্রায় ১৫ থেকে ২০ ভরি সোনার অলঙ্কার এবং নগদ প্রায় এক লক্ষ টাকা। এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার কাকভোরেই ওই শিক্ষকের বাড়িতে তদন্তে পৌঁছয় বৈষ্ণবনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এলাকায় এরকম ডাকাতির ঘটনার জেরে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। এদিন পুলিশের সামনেই অবিলম্বে ডাকাত দলটিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সোচ্চার হন গ্রামবাসীরা।

এদিকে চাঁচলে সোনার দোকানে ডাকাতির রেশ কাটতে না কাটতেই ফের মালদার বৈষ্ণবনগর এলাকায় শিক্ষক দম্পতির বাড়িতে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনাতেই তোলপাড় মালদা। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশকে অভিযোগে শিক্ষক মহম্মদ উজির হোসেন বলেন, মধ্যরাতে দুষ্কৃতীর দলটি বাড়ির একটি ঘরের জানালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর আমাকে আমার স্ত্রীকে এবং দুই ছেলে মেয়েকে ওরা খাটের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে রাখে। রাত দুটো থেকে প্রায় তিনটে পর্যন্ত বাড়ির বিভিন্ন ঘরে লুঠপাট চালায়। আলমারি ভাঙচুর করে, ওদের প্রত্যেকের হাতে টর্চ এবং বন্দুক ছিল। মুখ ছিল কাপড় ও মাফলারে ঢাকা। বাংলা, হিন্দি ভাষা মিশিয়ে কথা বলছিল। গয়না সহ নগদ এক লক্ষ টাকাও লুঠ করেছে ডাকাত দলটি। পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীদের মুখ বাঁধা থাকায় অন্ধকারের মধ্যে ঠিকমতো চিনতে পারেননি ওই শিক্ষক ও তার পরিবার। তবে পুরো ঘটনাটি নিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে আশেপাশের দুষ্কৃতীরা এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। গোটা এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ইতিমধ্যে একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ।

বিজেপির বিক্ষোভকে ঘিরে ধস্তাধস্তি পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা, সন্দেশখালির বাঘ এখন ইঁদুর হয়ে গেছে। ইঁদুর হয়ে গর্তে ঢুকে রয়েছে। পুলিশকে বলছি গ্রেপ্তার করুন। না পারলে কেন্দ্রীয় বাহিনী এনআই এর উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিন। ঘাড় ধরে গর্ত থেকে বের করে নিয়ে আসবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ন্যাজাট থানায় ডেপুটেশন দিতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এমনই তীব্র ভাষায় পুলিশকে কটাক্ষ করেন। পাশাপাশি এদিন বিজেপির মহিলা কর্মীরা পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের চুরি উপহার দেন। বিজেপি এদিনের কর্মসূচি ঘিরে গেরুয়া কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তিও হয়। এদিন সন্দেশখালি কাণ্ডে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বেলা একটা নাগাদ ন্যাজাট থানা ঘেরাও কর্মসূচি নেন। বেশ কয়েক শত বিজেপির নেতা কর্মী সমর্থক নিয়ে পায়ে হেঁটে মিছিল করে ন্যাজাট থানা ঘেরাও অভিযান শুরু করেন। ন্যাজাট থানার পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করে থানা এলাকায়। তিনটে ব্যারিকেড করা হয়। সুকান্ত মজুমদার নেতা, কর্মী, সমর্থক নিয়ে পরপর দুটো ব্যারিকেড ভেঙে দেন। থানার সামনের ব্যারিকেড ভাঙতে না পারায় সেখানে বসে পড়ে সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপির একাধিক নেতাকর্মী সমর্থকরা। সুকান্ত মজুমদার তিনি জানান ৭ দিন পার হয়ে গেলেও শেখ শাহাজানকে এখনও ধরতে পারল না পুলিশ, প্রশাসন। পাশাপাশি যে সমস্ত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছিল তাদেরকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি রাজ্য পুলিশ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই থানা ঘেরাও কর্মসূচি। তিনি আরও বলেন, পুলিশ তার কাজ করছে না। শাহাজাহানকে গ্রেপ্তার করছে না। পুলিশের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় আপনাদের মাহিনা হয়। আমাদের ট্যাক্সের টাকায় আপনাদের স্ত্রীর শাড়ি কিনে দেন। শেখ শাহাজাহানের টাকায় হয় না। আগামী ২৪ এর নির্বাচনে কেন্দ্রে আবার বিজেপি সরকার গড়বে। ২৬ এ এ রাজ্যে আমরা ক্ষমতায় আসব।

রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতি, গ্রামীণ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এলাকার কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা নির্মাণের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে গ্রামীণ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এমনকী বিক্ষোভের মধ্যে পুড়ানো হল টায়ার। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লতাসি গ্রামে। সংশ্লিষ্ট এলাকার এক ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে রাস্তা তৈরিতে অনিয়মের অভিযোগ তুলেই সোচ্চার হন গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি গণস্বাক্ষর সম্বলিত গ্রামবাসীরা হরিশচন্দ্রপুর ২ ব্লকের বিডিওর কাছেও জমা দেন। প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই এলাকায় সদ্য তৈরি হওয়া কংক্রিটের ঢালাই রাস্তাটি নতুন করে বেহাল হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের বিডিও তাপস কুমার পাল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের লতাসি গ্রামের হুদা মিস্ত্রির বাড়ি থেকে গোলামের বাড়ি পর্যন্ত ১১০০ মিটার রাস্তা গত তিন মাস আগে ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্মাণ করা হয়। এরপরই অভিযোগ উঠে ওই কাজে যুক্ত ঠিকাদার সিডিউল না মেনে এই রাস্তা নির্মাণ করেছে। রাস্তা নির্মাণ করার চার মাসও কাটেনি। এর মধ্যেই রাস্তা বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিওকে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে আশ্বাস মিললেও কোনও কাজ হয়নি। তাই এদিন গ্রামবাসীরা ওই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবিলম্বে রাস্তা মেরামত না হলে তারা আন্দোলনের সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার ইব্রাহিম শেখ। তার দাবি, এলাকার কিছু লোক তার কাছে দাদাগিরি ট্যাক্স হিসেবে লক্ষাধিক টাকা দাবি করেছিল। তিনি দিতে রাজি না হওয়াতেই এখন এই বিক্ষোভ শুরু করেছে তারা। রাস্তার নির্মাণ কাজ সিডিউল মেনেই করা হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের বিডিও তাপস কুমার পাল জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফোন কাটতেই উধাও ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, প্রতারিত হলেন উত্তরপাড়ার প্রাক্তন সরকারি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: কেওয়াইসি আপডেট করার নামে ফোন এসেছিল। আর ফোন কাটতেই উধাও ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। প্রতারণার শিকার উত্তরপাড়ার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। ইতিমধ্যেই চন্দননগর সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। উত্তরপাড়া ভদ্রকালীর ৮৯ রামলাল দত্ত রোডের বাসিন্দা প্রভাত কুমার সরকার কেন্দ্র সরকারের অডিট বিভাগের প্রাক্তন কর্মী। প্রভাতের বয়ান অনুযায়ী, তাঁর উত্তরপাড়ার একটি

বেসরকারি ব্যাংকে সেভিংস অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তাঁর কাছে একটি ফোন আসে। ওই ব্যাংকের কর্মী পরিচয় দিয়ে ফোন করেন। বলা হয় কেওয়াইসি আপডেট করতে হবে। একটা ওটিপি গিয়েছে, সেটা বলতে। প্রভাত প্রথমে ওটিপি দিতে অস্বীকার করেন। প্রতারক তাঁকে বোঝান, ওটিপি না দিলে কেওয়াইসি আপডেট হবে না। সেক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর ওটিপি দিতে থাকেন আর পরপর চার বারে মোট ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৩৯ টাকা গায়েব হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর মোবাইলে মেসেজ এলে বৃদ্ধ বিষয়টি বুঝতে পারেন। এরপর প্রতারিত ব্যক্তি ব্যাংকে গিয়ে বিষয়টি জানান। ব্যাংক পুলিশে অভিযোগ করতে বলে। উত্তরপাড়া থানায় এবং চন্দননগর পুলিশের সাইবার বিভাগে অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রভাতবাবু। তিনি বলেন, 'আমি একটা বিষয় বুঝলাম। আমি ওটিপি দিতে অস্বীকার করার পরও কোনভাবে ওদের কথার ফাঁসে ফেঁসে যাই। ওরা কিন্তু খুব ভালো কথা বলে মানুষকে গলিয়ে ফেলতে পারে। এটা থেকেই সাবধান।'

বেআইনি শিক্ষক নিয়োগ গ্রেপ্তার প্রাক্তন ডিআই ও প্রধান শিক্ষক

৭ দিনের সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ দিলো জেলা আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, তমলুক: বেআইনিভাবে শিক্ষক নিয়োগের মামলায় সিআইডির হাতে ধরা পড়লেন প্রাক্তন ডিআই এবং খামারচক হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষক অশোক কুমার হাটুয়া। বুধবার সিআইডি তমলুকের খামারচক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার হাটুয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরের প্রাক্তন ডিআই (মাধ্যমিক) চাপেশ্বর সর্দারকে গ্রেপ্তার করে। হাইকোর্টের নির্দেশে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বর্তমান ডিআই শুভাশিস মিত্র তমলুক থানায় এফআইআর করেছিলেন। সেই এফআইআর এ তৎকালীন ডিআই স্কুলের প্রশাসক এবং প্রধান শিক্ষকের নাম ছিল। প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার হাটুয়া তার ভাইপো শুভেন্দু হাটুয়াকে নিজের স্কুলের নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২০১৭ সালে নিয়োগ করে। সেই ঘটনায় সিআইডি এই দিন প্রধান শিক্ষক ও তৎকালীন ডিআইকে গ্রেপ্তার করে। দু'জনকে বৃহস্পতিবার তমলুক জেলা আদালতে তোলা হলে অভিযুক্তদের ৭ দিনের সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

গ্রেপ্তার স্কুল শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: বৃহস্পতিবার বেলার দিকে শ্যামপুরের আন্টিলাপাড়ার গুণধর স্কুল শিক্ষক দেবব্রত মান্নাকে এলাকায় দেখা গেলে এলাকার লোকজন ওই শিক্ষককে ধরে গাছে বেঁধে ফেলে এবং গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ শিক্ষককে উদ্ধার করে আনে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উল্লেখ্য গত তিন দিন আগে সাতান্ন বছর বয়সি ওই শিক্ষক এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে অসৎ উদ্দেশ্যে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপর থেকে বেপাত্তা ছিলেন ওই শিক্ষক। এদিন তাকে দেখতে পেয়ে এলাকার লোকজন ধরে ফেলে। পরে পুলিশ উদ্ধার করে।

পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপির প্রতিবাদ সভায় স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের হুঁশিয়ারি জিতেন্দ্র-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বৃহস্পতিবার বিকাল চারটে নগদ পাণ্ডবেশ্বর এর শীতলপুর গ্রামের ডিস্পেনসারি সংলগ্ন ময়দানে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে একটা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। হাজার খানেক কর্মী সমর্থক জমায়েত হয়েছিলেন এই সভায়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিস্ফোরক বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। বেশ কয়েকদিন ধরেই এলাকায় বিজেপির নেতা কর্মীদের ওপর তৃণমূলের আক্রমণের প্রসঙ্গ তুলে এনে তিনি বলেন, 'যেভাবে শীতলপুর এলাকার বিজেপি নেতা গিরিধারী গঙ্গোপাধ্যায়ের ওপর আক্রমণ হয়েছে ফোনে তাকে তৃণমূল নেতারা যেভাবে গালিগালাজ করেছে সেটা আমরা সবাই শুনেছি।' পাশাপাশি পাণ্ডবেশ্বর এর ডালুরবাঁধ এলাকায় বিজেপির অস্থায়ী কার্যালয়ে ভাঙা নিয়েও তৃণমূলকে এক হাত নিলেন। এলাকার তৃণমূল নেতাদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, 'হিম্মত থাকলে আবার বিজেপির কার্যালয় ভাঙো, চলতি মাসের ২৫ বা ২৬ তারিখের মধ্যেই আবার ওই জায়গায় বিজেপির দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন হবে।' পাশাপাশি তিনি পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূল নেতাদের কটাক্ষ করে বলেন, এই এলাকায় ভালো মানুষ তৈরি হতে দেবে না তৃণমূল নেতৃত্ব, আর তারা সেটা জানে বলেই তৃণমূলের নেতারা আসানসোল বা দুর্গাপুরে ইতিমধ্যেই বাড়ি করে নিয়েছে। হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, সব কিছুর হিসাব হবে। আগামী লোকসভা ভোটে মানুষ এসব কিছুর জবাব দেবে।

বিজেপি নেতার এই বক্তব্যকে কোনও গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। তাই তৃণমূলের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৫৮/৮২৩
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ** এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী সুমিত কুমার বর্মা** খ) লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার ০০৬০৬৭৫১০০০৪৮৩৬৫ এবং ০০৬০৬৭৫১০০০৪৮৩৭৪	১) ৩১.০৭.২০২৩ ২) ১০.০১.২০২৪ ৩) ১৩,১৮,২৪৭.০০ টাকা (তেরো লাখ আঠারো হাজার দুশো সাতচল্লিশ টাকা) টাকা, ০৯.০৪.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২সি, ২য়তলে, উত্তর পূর্ব দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি দুই বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি, উক্ত ভবনে অবস্থিত জমির পরিমাণ এরিয়া ৫ কাঠা ১৪ ছটাক ১৬ বর্গফুট কমবেশি মৌজা : সুলতানপুর, থানা : দমদম, দাগ নং ১৯৪, খতিয়ান নং ১৪, হাল খতিয়ান নং ১০০৭/৭৯, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩, স্থানীয় দমদম পুরসভা অধীন পুর হোল্ডিং নং পুরানো ৫৩, হোল্ডিং নং নতুন ৫০, , মহাজাতি রোড, সেকেন্ড বাই লেন, কলকাতা : ৭০০০২৮, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস কাশীপুর দমদম, ওয়ার্ড নং ৭, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত,চৌহদ্দি : উত্তরে শ্রী তপন ভৌমিক এবং শ্রী রতন ভৌমিক, দক্ষিণে : ৩ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : প্রয়াত বিনয় ভূষণ দাশগুপ্ত, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।

তারিখ : ১০.০১.২০২৪
স্থান : দমদম, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০১.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ৩০.০১.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৯,৮৭,৮৭,৯২৫.২২ টাকা ১৬.০১.২০১৭** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা - এম এন আর এক্সপোর্টস প্রা. লি., সেক্টর - ১, ফলতা স্পেশাল ইকোনমিক জোন সিটি, ফলতা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৫০৪, ডিরেক্টর - শ্রী নীলেশ দোশী এবং শ্রীমতি অমি দোশী, ঠিকানা** - ১/৩এ, বালিগঞ্জ প্লেস, পূর্ব কলকাতা, পিন - ৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য - **৩,৫৯,৮৬,৯০৫.০০ টাকা**, বায়না জমা - **৩৫,৯৮,৬৯০.৫০ টাকা**, বর্ধিতকরণ মূল্য - **১,০০,০০০.০০ টাকা**।
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নির্মাণ স্পেস : ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ০৫, ১৬তম তল, ভবন/ সোসাইটির নাম : লোধা সুপ্রিমাস, স্ট্রিট/এরিয়ার নাম : সেনাপতি বাপট মার্গ, শহর/ নগর : লোয়ার পারেল, জেলা : মুম্বই, রাজ্য : মহারাষ্ট্র, পিন কোড : ৪০০০১৩, পরিমাণ এরিয়া : ১২০৬ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া ৭৮২ বর্গফুট), ৩ কার পার্কিং স্পেস উল্লেখ্য নথি নং : বিবিই/১/৭৮০৫/২০১১ তাং ২৪.০৮.২০১১।
(স্বত্বাধিকারী এমএনআর এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড।)

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৪.০১.২০২৪ | দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত | **SARB FILE NO. 19506/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১**

দ্রষ্টব্য : ১) বিল্ডার - মেসার্স লোধা এক্সেলাস কর্তৃক এনওসি প্রদত্ত এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় চুক্তি দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তিতে ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।
২) বকেয়া পরিমাণ ১৯,৮৪,৪২০.০০ টাকা সোসাইটি রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ হিসেবে লোধা সুপ্রিমাস-এর, মার্চ ২৪ পর্যন্ত অনাদায়ী আদায়যোগ্য।

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট- www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল https:-//ibapi.in দেখুন।

তারিখ-১২.০১.২০২৪
স্থান-কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২৯.০১.২০২৪** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৯.০১.২০২৪
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওযার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	ঋণগ্রহীতা : ১) **শ্রীমতি মহামায়া দত্ত** স্বামী প্রয়াত পরেশ নাথ দত্ত, **প্রয়াত সন্টু দত্ত (স্বত্বাধিকারী সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিংস ওয়ার্কস) আইনি উত্তরাধিকারী,** দিগন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ, দমদম পার্ক প্রেমিসেস নং : ৬২, থানা দমদম, কলকাতা : ৭০০০৫৫। ২) **শ্রী সমীর দত্ত,** পিতা প্রয়াত পরেশ নাথ দত্ত, **প্রয়াত সন্টু দত্ত (স্বত্বাধিকারী) এর আইনি উত্তরাধিকারী** এবং জামিনদাতা সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিংস ওয়ার্কস, দিগন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ, দমদম পার্ক প্রেমিসেস নং ৬২, থানা : দমদম, কলকাতা : ৭০০০৫৫। ৩) **সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিংস ওয়ার্কস স্বত্বা : প্রয়াত সন্টু দত্ত,** পি-২৭১, বেনারস রোড, সিটি : হাওড়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮। **এবং** ৭২/১, মাকড়দহ রোড, পো: কদমতলা, সিটি : হাওড়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০১। **সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩এ, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০২৫ বর্গফুট (আনুমানিক) উত্তর পশ্চিম দিকে ৪র্থ তলে, পাঁচতলা ভবনে পরিচিত "দিগন্ত অ্যাপার্টমেন্ট" হিসেবে, অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাণ ৫ কাঠা কমবেশি, পুরহোল্ডিং নং ৬৫/এ, দমদম পার্ক এবং প্রেমিসেস নং ৬২ দমদম পার্ক, থানা : লেক টাউন, (পূর্বতন দমদম), কলকাতা : ৭০০০৫৫, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর বিধাননগর, মৌজা : কৃষ্ণপুর, জেএল নং : ১৭, সিএস দাগ নং ২৩৬৬, দলিল নং : ১-০৯০৪৪-২০০৩ সালের, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে : পুর সড়ক, দক্ষিণে : প্লট নং ৬৯, পূর্বে : প্লট নং ৬১, পশ্চিমে : প্লট নং ৬৩ সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রী সন্টু দত্ত এবং শ্রী সমীর দত্তর নামে।**	সম্পত্তি ক) ৪১,৭০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,১৭,০০০.০০ টাকা	৫৬,৪৬,৩০০.৫০ টাকা ১০.১০.২০২২ অনুযায়ী এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে বকেয়া নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৬৬২৩৮ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ৩০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২২.০১.২০২৪ সম্পত্তির অনুসন্ধান সম্পত্তির অবস্থান / ফটোগ্রাফ	ক. নেই খ. প্রতীকী দখলীকৃত (জেলাশাসকের নির্দেশে স্বত্ব দখলীকৃত)
২	ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি.** ঠিকানা : ১৮বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, থানা : ভবানীপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২০। **জামিনদাতা (গণ) : ক) শ্রী হরিশ গানেরিওয়ালা, খ) শ্রীমতি অনিতা গানেরিওয়ালা,** ঠিকানা : ৪র্থ তল, বসবাসের ঠিকানা : ৫৯১ ব্লক ও, নিউ আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০৫৩। **সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক স্পেস /দোকান ঘর ইউনিট নং ৩১৬, পরিমাণ আনুমানিক ১৪৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) উত্তর পূর্ব অংশে, ৪র্থ তলে, শপিং মহ "মার্লিন হোমল্যান্ড " নামে পরিচিত অবস্থিত প্রেমিসেস নং : ১৮বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, থানা : ভবানীপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২০, লিজ দলিল নং ১৫৪/২০০৮ শ্রী হরিশ গানেরিওয়ালা এবং শ্রীমতি অনিতা গানেরিওয়ালার নামে।	সম্পত্তি ক) ৩২,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,২০,০০০.০০ টাকা	৪,১৪,৭২,৯৭১.০০ টাকা (চার কোটি চোদ্দ লাখ বাহাত্তর হাজার নশো একাত্তর টাকা) ২৮.০৭.২০১৭ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৬৬২৩৮ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ৩০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২২.০১.২০২৪ সম্পত্তির অনুসন্ধান সম্পত্তির অবস্থান / ফটোগ্রাফ	ক. নেই খ. প্রতীকী দখলীকৃত (জেলাশাসকের নির্দেশে স্বত্ব দখলীকৃত)

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।
আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১২.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

৩১ জানুয়ারি শুরু হবে সংসদের বাজেট অধিবেশন

নয়াদিলি, ১১ জানুয়ারি: দ্বিতীয় মোদি সরকারের শেষ বাজেট পেশ হবে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি। আগামী ৩১ জানুয়ারি শুরু হবে সংসদের বাজেট অধিবেশন। শেষ হবে ৯ ফেব্রুয়ারি। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন বাজেট পেশ হবে। তারপর এক সপ্তাহ সেটা নিয়ে হবে আলোচনা।

কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রের খবর, ৩১ জানুয়ারি অর্থাৎ অধিবেশন শুরুর দিন দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ১ তারিখ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী। সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হওয়ায় বড় কোনও বিল এবার পেশ করবে না সরকার। তাছাড়া এখনও সংসদের দুই কক্ষ থেকে ১৪৬ জন সাংসদ সাসপেন্ড হয়ে আছেন। অধিবেশনের আগে তাঁদের সাসপেনশন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাকি সেটাও দেখার। চলতি বছরই লোকসভা ভোট। তাই এবারে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের সুযোগ পাচ্ছে না কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। এবারে ৩ মাসের জন্য ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করা হবে। সচরাচর ভোট অন অ্যাকাউন্টে বড় কোনও ঘোষণা সরকার করে না। কিন্তু ২০১৯ সালেও সেই রীতি ভঙ্গ করে বড়সড় করছাড় ঘোষণা করেছিল মোদি সরকার। ২০২৪ সালেও তার ব্যতিক্রম হবে না। সূত্রের খবর, মহিলাদের নিয়ে একাধিক বড় ঘোষণা করা হতে পারে এবারের বাজেটে।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, মূলত মহিলা কৃষকদের রোজগার বাড়ানোর জন্য বড় ঘোষণা করা হতে পারে। এছাড়াও পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানোরও একটা সম্ভাবনা রয়েছে।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক: সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি: গত কয়েক মাস ধরে জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলায় জঙ্গিদের সঙ্গে একের পর এক সংঘর্ষে জড়িয়েছে সেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। জঙ্গি মোকাবিলায় গিয়ে সাফল্য এসেছে যেমন, শহিদও হয়েছেন বেশ কয়েকজন জওয়ান। এই বিষয়ে বৃহস্পতিবার মুখ খুললেন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে। তিনি জানিয়েছেন, গত ৫-৬ মাসে রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলায় জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি সেনার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী সোমবার সেনা দিবস। তার আগে এদিন বার্ষিক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে, জম্মু-কাশ্মীরে নতুন জায়গায় জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি এবং মণিপুরের পরিস্থিতি-সহ যে যে ক্ষেত্রে ভারত নিরাপত্তাগত হুমকির মুখে পড়ছে, সেই প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়েই আলোচনা করেন।

কাশ্মীরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে জেনারেল মনোজ পান্ডে বলেন, 'গত ৫-৬ মাসে রাজৌরি এবং পুঞ্চের পরিস্থিতি এবং সেখানকার সন্ত্রাসবাদ কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা দেখবেন, ২০২৩ সালের আগে ওই এলাকায় সন্ত্রাসবাদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়েছিল। ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত এই জায়গাগুলিতে শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু এখন, কাশ্মীর উপত্যকায় পরিস্থিতি যত স্বাভাবিক হচ্ছে, আমাদের শত্রুরা এই তুলনামূলক শান্ত জায়গাগুলিতে সক্রিয়তা বাড়াচ্ছে। গত তিন বছরে, শুধুমাত্র এই অঞ্চলে ৪৫ জনের মতো সন্ত্রাসবাদীকে খতম করা হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই ছায়া যুদ্ধ কতটা বেড়েছে। গত বছর এখানে পাঁচবার অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল সন্ত্রাসবাদীরা। প্রতিটিই রুখে দিয়েছে সেনা। এই পাঁচ ক্ষেত্রে ছয় সন্ত্রাসবাদীকে খতম করা হয়েছে। এমনকী, পশ্চিম কাশ্মীরেও প্রায় ১৪ সন্ত্রাসবাদীকে খতম করা হয়েছে।'

অন্যদিকে, পূর্ব প্রান্তে ভারত-মায়ানমার সীমান্তেও অশান্তি বাড়ছে। সীমান্তবর্তী রাজ্য মণিপুরে এমনিই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা ভাল নয়। সেই পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে মায়ানমারের সেনাবাহিনী এবং সেখানকার বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের লাগাতার সংঘর্ষ। জেনারেল পান্ডে জানিয়েছেন, ভারত-মায়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতিও সেনার উদ্বেগ বাড়িয়েছে। গত কয়েক মাসে মায়ানমার সেনা এবং সশস্ত্র সংগঠনগুলির সংঘর্ষে মায়ানমার সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন কর্মী নিহত হয়েছেন। মায়ানমার সেনার অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতেও আশ্রয় নিয়েছেন। সংখ্যাটা এখনও পর্যন্ত ৪১৬ বলে জানিয়েছেন সেনা প্রধান। তিনি আরও জানিয়েছেন, শুধু মায়ানমার সেনা নয়, বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির সদস্যরাও সীমান্ত পেরিয়ে মণিপুরে ঢুকে পড়েছে। মণিপুরের পরিস্থিতি এমনিতেই খারাপ। এর মধ্যে মায়ানমার থেকে দলে দলে মানুষ এই পাড়ে আসায়, চাপ বেড়েছে প্রশাসনের।

বিহারে স্কুলে প্রার্থনার সময় মৃত্যু পড়ুয়ার

পাটনা, ১১ জানুয়ারি: বিহারে শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি চলছে। হাড়কাঁপানো সেই ঠান্ডাতে স্কুলের মধ্যে মৃত্যু হল এক পড়ুয়ার। নাম মণীশ কুমার। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব চম্পারণ জেলার চাকিয়ার একটি সরকারি স্কুলে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, অন্যান্য দিনের মতো বুধবারও স্কুলে এসেছিল মণীশ। তবে তার পরনে ছিল না কোনও শীতপোশাক। মণীশের বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারা গিয়েছে, সকালে কিছু না খেয়েই স্কুলে এসেছিল সে। স্কুল চত্বরে প্রার্থনা চলছিল। সেই প্রার্থনা চলাকালীন আচমকাই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায় মণীশ। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেই মৃত্যু হয় তার।

মণীশের দাদা চন্দন বলে, 'প্রতি দিনের মতো বুধবারেও স্কুলে গিয়েছিল ভাই। কিছু ক্ষণ পরই শিক্ষকরা এবং কয়েক জন পড়ুয়া এসে আমাকে বলে, মণীশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এ কথা শুনে হাসপাতালে ছুটে যাই বাড়ির সকলে। কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে পাইনি। হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি মণীশের মৃত্যু হয়েছে।' জেলা শিক্ষা আধিকারিক সঞ্জয় কুমার জানিয়েছেন, প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে ওই পড়ুয়া কোনও রকম শীতপোশাক পরে আসেনি। তা ছাড়া জানা গিয়েছে, পড়ুয়া সকালে কিছু খায়নি। আর সে কারণেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তাঁর দাবি, বাড়িতে মারধর করা হয়েছিল পড়ুয়াকে। আর সেই রাগেই না খেয়ে, শীতপোশাক না পরে স্কুলে চলে এসেছিল সে। কিন্তু কী কারণে মৃত্যু হল ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই তা জানা যাবে।

তাইপেইতে নিজের পছন্দের প্রেসিডেন্ট চাইছে বেজিং, হুঁশিয়ারি আমেরিকার

তাইপেই সিটি, ১১ জানুয়ারি: আসন্ন তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। জোর কদমে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। তার মধ্যে চোখ রাঙাচ্ছে চিন। বুধবার তাইওয়ানের আকাশ হয়ে মহাকাশে পাড়ি দেয় চিনের একটি স্যাটেলাইট। ফলে বেজে ওঠে এয়ার রেড সাইরেন। এছাড়া গত কয়েক মাস ধরে দ্বীপরাষ্ট্রটির সীমান্তে সামরিক মহড়া বাড়িয়েছে লালফৌজ। শুধু তাই নয়, তাইওয়ানের নির্বাচনে কলকাঠি নাড়ছে চিন বলেও অভিযোগ। বিশ্লেষকদের মতে, তাইপেইতে নিজের পছন্দের প্রেসিডেন্ট চাইছে বেজিং। এই বিপদ আঁচ করতে পেরেই কমিউনিস্ট দেশটিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। আগামী ১৩ জানুয়ারি তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তাইওয়ানের বর্তমান শাসকদল ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি। প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন। এই দলটিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে মনে করে বেজিং। ওয়েনকে মসনদ থেকে সরাতে চাইছে জিনপিং প্রশাসন। এই আবহে ভোটমুখী দ্বীপরাষ্ট্রে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ তাইপেইয়ের। বুধবার চিন একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। যা উড়ে যায় তাইওয়ানের উপর দিয়ে। এরপরই আকাশ পথে হামলার আশঙ্কায় জারি করা হয় সতর্কতা। এই প্রেক্ষিতে চিনকে বার্তা দিয়েছে আমেরিকা। সূত্রে খবর, এই প্রসঙ্গে আমেরিকার এক আধিকারিক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, তাইওয়ানের নির্বাচনে ওয়াশিংটন কোনও পক্ষ নেবে না। কিন্তু এই ভোটপ্রক্রিয়ায় যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে বা নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে তাহলে তার বিরোধিতা করা হবে। আমি বলতে চাই, নির্বাচন একটি স্বাভাবিক, নিয়মিত ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। বেজিংয় যদি সামরিক চাপ বৃদ্ধি করে বা জোর খাটানোর চেষ্টা করে তা উস্কানিমূলক পদক্ষেপ হবে।

ভূমিকম্পে কাঁপল আফগানিস্তান, ভূকম্পন টের পেল দিল্লি ও পাকিস্তান

কাবুল, ১১ জানুয়ারি: জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানে ৬.১ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে দিল্লি এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। এছাড়াও পাকিস্তানের লাহোর, ইসলামাবাদ, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ২.৫০ মিনিট নাগাদ ৬.১ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় আফগানিস্তানে। কাবুল থেকে ২৪১ কিলোমিটার উত্তর ও ও উত্তর-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। আফগানিস্তানে অনুভূত হওয়া কম্পনের জেরে কেঁপে ওঠে ভারত ও পাকিস্তান। ভারতের রাজধানী দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কম্পন টের পাওয়া যায়। এছাড়াও পাকিস্তানের লাহোর, ইসলামাবাদ, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোথাও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি, ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম
ই-টেন্ডার
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ের সংস্কারের জন্যে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে যার নোটিশ নং **11/HGP/2023-24,** মোট টেন্ডার মূল ৬,২১,৪২৪.০০। আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য https://wbtenders.gov.in এবং অফিস নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করার জন্য।
স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

NOTICE INVITING eTENDER
e-Tender are hereby invited by the Prodhan, Parulia GP, Msd. From bonafied outsider for 10 nos of works in the **NIeT 16/PGP/15th FC & 5th SFC/2023-24 dt 02/01/24.** Last date of bid submission **20/01/24 up to 11:00 hrs.** For details visit www.wbtenders. gov.in
Sd/- Prodhan
Parulia GP, Msd

NOTICE INVITING eTENDER
e-Tender are hereby invited by the Prodhan, Eroali GP, Msd. From bonafied outsider for 19 nos of works in the **NIeT 10/EGP/15th CFC/2023-24 dt 05/01/24.** Last date of bid submission **23/01/24 up to 11:00 hrs.** For details visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Eroali GP, Msd

e-Tender Notice
Pradhan, Pantihal Gram Panchayat under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah invites **e-Tender vide NIT No. Pant/NIT/12/2024, Pant/NIT/13/2024, Pant/NIT/14/2024, Pant/NIT/15/2024, Pant/NIT/16/2024, Pant/NIT/17/2024, Dated 10/01/2024.** Last Date of Submission of Bid through online **27/01/2024 upto 11 AM.** For more information visit https://wbetender.gov.in

NIT No. 04/2023-24, DT. 10/01/2024
E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. Construction of Chain line fencing with RCC post (@ 2 m C/C) at Irrinchi farm. Krishnanagar, Khejuri. Details of which will be available from this office during the office hours or at https://wbtenders.gov.in from **15/01/24. Tender ID: 2024_PRD_ 643207 _1** Bid submission end date for the following works **02/02/2024 at 18:30 hrs.** Estimated Cost **Rs. 1263361.**
SD/-
Officer In-Charge
WBCADC,
Tamluk Project
Dept. of P & RD,
Govt. of WB
Mob No: 9732597683, 9434667766

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.T. No.- 04/BM/PW/Development Grant/2023-2024 Date : 10.01.2024
Memo No. 2837/BM/PW/2023-24 Date : 10.01.2024
Name of the Work : 6 (Six) Nos. Doing Fencing work, Pipeline and sanitary works, Exchange of Broken PVC water storage tank, Pipeline works for the purpose of supply of drinking water, Supplying Stone dust, Barricating of High Mast, Bolpur Municipality. **Last Date of Submission 29.01.2024.**
(ii) N.I.Q.-05/BM/PW/2023-24 Date : 10.01.2024
Memo No. 2838/BM/PW/2023-24 Date : 10.01.2024
Name of the work : Small shed of Kaviguru at Jambuni more and Chitta Mama at Srinonda School, **Last Date of Submission 29.01.2024.** For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : www.bolpurmunicipality.org
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.Q. No. WBMAD/ULB/BM/PW/BMS/N.I.Q.-06/2023-24
Memo No. 2851/BM/PW/2023-24 Date : 11.01.2024
Name of the work : (i) Procurement of Conservancey materials (P-1) for the purpose of SWM (ii) Procurement of Tubewell materials (P-1) for the purpose of drinking water facility. **Last Date of Submission 26.01.2024.**
(ii) N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/BMS/N.I.T.- 15 (2nd Call)/2023-2024
Memo No. 2852/BM/PW/2023-24 Date : 11.01.2024
Name of the Work : (i) Construction of Cement Concrete Drain from the H/O (i) Pankaj Ghosh to H/O Uttam Saha Ward No. 14 under Bolpur Municipality. **Last Date of Submission 30.01.2024.** For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website: www.bolpurmunicipality.org
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

NOTICE INVITING TENDER
The Prodhan Dharmapur-II G.P. has invited e-Tenders vide **NIT No.- DH-II/07/2023-24 (Fund -15th SFC), & NIT No.- DH-II/09/2023-24 (Fund -15 th SFC) & NIT No.- DH-II/10/2023-24 (Fund-15th SFC),Publishing Date:- 18/01/2024** & Bid submission Start Date :- 19/01/2024 for works under Dharmapur–II G.P. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid on 26/01/2024. Details are available on www.wbtenders.gov.in or https://etender/ wb.nic.in
Sd/- Prodhan
Dharmapur -II G.P.,
Gaighata Dev. Block, (N) 24 Pgs.

NOTICE INVITING TENDER
The Prodhan Dharmapur-II G.P. has invited e-Tenders vide **NIT No.- DH-II/08/2023-24 (Fund -15th SFC)**, Publishing Date:- **11/01/2024** & **Bid submission Start Date :- 11/01/2024** for works under Dharmapur–II G.P. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid on **26/01/2024**. Details are available on **www.wbtenders.gov.in** or **https://etender/wb.nic.in**
Sd/-
Prodhan
Dharmapur -II G.P.,
Gaighata Dev. Block, (N) 24 Pgs.

NOTICE
Notice Inviting Tender No. 10 of 2023-2024 of Assistant Engineer, Lalbag Sub Division, P.W.Dte. (Abridged)
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. [www.wbpwd.gov.in]. Last date & Time limit of submission of application is **19.01.2024 upto 12:00-O-Noon.**
Memo No. 22, Dated: 11.01.2024 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
Sd/- Assistant Engineer
Lalbag Sub Division, P.W.Dte.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/433/23-24 Dated 10.01.2024	Construction of Concrete Road from Talbagan Mansa Mandir to Khudirampally via Subrata Halder House in Ward No. - 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 30,40,962.00
WBMAD/ULB/ RSM/434/23-24 Dated 10.01.2024	Construction of Concrete Road from 9 Er-Pally Main Road to 9 Er-Pally Vivenkananda Sangha via Shyamali Sarkar House in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 24,28,502.00

Bid Submission end date: **01.02.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following.1) **NIeT NO:- 12/BANNYESWAR GP/5TH SFC/2023-24, DATE:- 04.01.2024.** The last date for online submission of all tender is **20.01.2024 up to 14:00 hours.** For details please visit website htpp://wbtenders.gov.in as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Amount
1	Purchasing of Tractors Engines [2No. of 42HP (30.9 kW) Tractor engines and 1 No. 20 HP (14.7 kW) Tractor engine] under Beldanga Municipality.	WB/MAD/ULB/BEL/ NIeT-17/2023-24	Rs. 21.50 Lakh

Last date for submission of tender on **02.02.2024 at 5:00 PM.**
For details visit - www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in

Rishi Bankimchandra Gram Panchyet
Under Kakdwip Dev. Block
Gobindarampur, Kakdwip, South 24 Pgs
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.- 04/15 (e)/RBCGP/ XVFC/2024, 05/16(e)/RBCGP/ XVFC / 2024.** Last bid submission date is **21/01/2024 till 17:00 pm.** For more information Visit to www.wbtenders.gov.in.
S/D, Pradhan
Rishi Bankimchandra Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
Table Bid No. – 5/8051, Date – 11.01.2024. Name of Work – Construction **four (4) numbers** platform for installation of Electrical joint box at different pump house under Uttarpara Kotrung Municipality. Table Bid Held on–**19.01.2024(11.30 a.m.)**, Estimate can be seen up to **18.01.2024** during office hours, For Details- **www.uttarpara municipality.in**
Sd/- Chairman, U.K. Municipality

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 64/2023-24 & Memo No.: 65, Date: 10.01.2024,** for **06 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **27.01.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR
e-Quotation has been invited for :-
NIQ No. : 1087/PWD(BMC) Dated : 05.01.2024 (2nd Call) of Tender ID : **2024_MAD_644390_1** for **"Construction of FRP Pagoda within Ward No. 40 under BMC."** Last Date of Bid Submission : **29.01.2024** up to **15:00 Hrs.** Bid Opening Date : **31.01.2024** after **15:30 Hrs**. Corrigendum, if any will be published in Website & Office Notice Board only. For details, please follow **www.wbtenders.gov.in**, office Website (**bmcwbgov.in**) & Office Notice Board.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Municipal Corporation

SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

e-Tender ID No	Bid Submission End Date & Time
2024_ZPHD_644428_1	29-JAN-2024 01:30 PM

For details visit website https//wbtenders.gov.in
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.
Sd/-Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites bids **(Vide NIT No 08/XVFC-Tied/NIT/MGP/ 2024, 09/XVFC untied/NIT/MGP/2024, 10/XVFC-Tied/NIT/ MGP/ 2024, 11/XVFC-Tied/NIT/MGP/2024 & 12/XVFC-untied/NIT/MGP/2024, Dated- 08/01/2024.** The Estimated Cost. Excluding Gst & L. Cess are **Rs 37954/-, 10725/-, 19220/-, 27715/- & 27715/-** respectively. Scheme wise separate bid is invited respectively. The last date of submission of online Bid is **27/01/2024 upto 12 noon.** For details please visit to our GP Office.
Sd/-, Pradhan
Madhusudanpur Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 26/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 4 nos Civil works. Bid Submission start- **11/01/2024**, Ends- **29/01/2024** For more details please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

TARABERIA GRAM PANCHYAT
NORTH 24 PARGANAS
NIT No.08/TGP/2024
Dated: 11/01/2024
NIT has been invited by the **Prodhan, Taraberia GP** under Amdanga Panchyat Samity, 24th Pgs. (N). Last date of bid submission **26/01/2024.** For details follow website - https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Taraberia GP,
Amdanga, North 24 Parganas

Arui Gram Panchayat
Barpur, Pasonda, Madhabdihi, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited by Prodhan, Arui Gram Panchayat, for bonafied and resourceful Agency for execution of different development works vide **NIT No.: NIT No.: 33/5th SFC/AGP, Date: 11/01/2024.** Date of Dropping of Sealed Tender Form: On or before **29.01.2024.** Date of Opening: **31.01.2024.** For any other information visit www.wbtenders. gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Arui Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং.ঃ সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৪ তাং.-০৯.০১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্যের জন্য এবং ই-নিলামের অংশ নিতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং. ঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-১১আর। ক্র. নং.; লট নং./বিভাগ; স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ ঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএইচআর- টিডব্লু- ১৮২-২২-১ (পার্কিং - দ্বিচক্র যান), ভদ্রেশ্বর (V)। (২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই-টিডব্লু- ২৪৪-২৩-১ (পার্কিং - দ্বিচক্র যান), ধাত্রীগ্রাম (৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিজিআর-টিডব্লু- ১৩-২২-১ (পার্কিং - দ্বিচক্র যান), চন্দননগর (I)। (৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিআইটি- টিডব্লু- ১৩৪-২৩-১ (পার্কিং - দ্বিচক্র যান), তালিত। (৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই-টিডব্লু- ১৩৫-২৩-১ (পার্কিং - দ্বিচক্র যান), চন্দনপুর (I)। (৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ- এইচজিওয়াই-টিডব্লু- ১৮৭-২৩-১ (পার্কিং - দ্বিচক্র যান), হুগলি (II)। (৭) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ- এসএইচবিএল-টিডব্লু- ১০১-২৪-১ (পার্কিং - দ্বিচক্র যান), শিবলুন হল্ট। (৮) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- এএমবিজি- এমএক্স- ৬৫-২২-১ (পার্কিং - মিশ্র), আরামবাগ (II)। (৯) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- পিএসএই- আরডব্লু- ২২২-২২-১ (পার্কিং - ত্রিচক্র যান), পূর্বস্থলী (টোটো)। (১০) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- পিএসএই- আরডব্লু- ২২১-২২-১ (পার্কিং - ত্রিচক্র যান), পূর্বস্থলী (অটো)। (১১) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- কেসিওয়াই- আরডব্লু- ৮৭-২২-১ (পার্কিং - ত্রিচক্র যান), কইচর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে।**
HWH-442/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **08 nos.** different development work(s) under **15th FC Untied** & **5th SFC Untied** Fund vide **Memo No.: Memo No :- 8/SBGP/2024 & NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 15/23-24, Date: 11.01.2024.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **11.01.2024 at 04:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **26.01.2024 up to 03:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **29.01.2024 at 01:00 PM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
152 (2nd Call) and 198 to 200/23-24. Dated. 11-01-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Coochbehar, Nadia, Birbhum and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **12-01-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **26-01-2024 & 02-02-2024 upto 3.00 pm** as per NIeT.
Date: 11.01.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-tender for execution of 3(Three) Nos. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.- WBMAD/ULB/DHM/NIT-13/329(e)/2023-24.** Bid Submission Start date :- **12.01.2024.** Last date of online submission:**27/01/2024.** Detailed information available in the departmental website:**www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman,
Diamond Harbour Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **EOI Titel: REV/NM/EOI-13e/2023-24. ID: 2024_MAD_644298_1.** Bid Submission End Date **27-JAN-2024 06:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/-
Chairman,
Nabadwip Municipality

Office of the
KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O. Natial, Murshidabad, West Bengal
Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No. - MSD/ KGP/ JALANGI/07/2023-24** of 15th. FC. by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT.
Date & time of publication of e-NIT **11/01/2024 at 10:00 a.m.** Last date of submission of bid (online) **27/01/2024 up to 09:00 a.m.**
Intending bidders may download tender documents from htpp:// wbtenders.gov.in or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- Pradhan
Katabari Gram Panchayt
Katabari, Jalangi, Murshidabad

G-PLOT GRAM PANCHAYAT E-TENDER
Pathrprtima Block, South 24 Parganas District
ABRIDGED NIT
On behalf of G-Plot Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for **3 Nos community Latrine One no Home stay 10 nos concrete road and 6nos tubewell** vide NIT No. 496, 495, 498, 500, 497 dated 11/01/2024 within the GP area. The Estimated Cost excluding GST &L.Cess are Rs. 293514/- 293514/- 392856/- 866173/- 231278/- 293650/- 231379/- 231846/- 244873/- 250086/- 243276/- 250086/- 244817/- 242277/- 165618/- 165618/- 165618/- 165618/- 165618/- 165618/-, respectively. The period of bid submission is **10 AM of 11th january to 11AM of 3rd February 2024.** Tender opening 05/02/2024
S/D Pradhan,
G-Plot Gram Panchayat

Mallickpur Gram Panchayet
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 24 Nos. scheme vide **NIT No: 15/MGP/23-24, 16/MGP/23-24 & 17/MGP/23-24, Date:10.01.2024** under 15th FC Tied, Untied. Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date- **11.01.2024 from 18:00 PM** and Closing date (Online) : **29.01.2024 upto 9:00 am.** Tender opening date (Online) : **31.01.2024 at 11.00 am.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in Tender id: 2024_ZPHD_644212_(1to8), 2024_ZPHD_644320_(1to10) & 2024_ZPHD_644345_(1to6)** & also available at undersigned G.P. Office
Sd/-
Prodhan
Mallickpur Gram Panchayat

আইপিএলের আগে ধাক্কা কোহলির দলে চোট পেয়ে অন্য লিগ থেকে ছিটকে গেলেন বিরাটের দলের বোলার

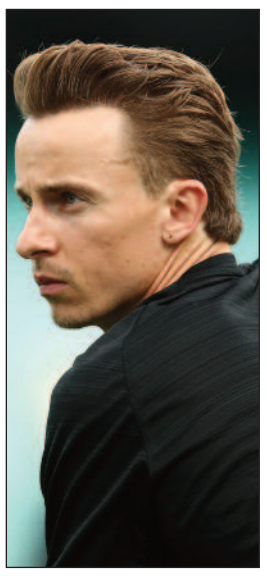

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল শুরু হওয়ার মাসদুয়েক আগে ধাক্কা বিরাট কোহলির দল আরসিবি-তে। চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগ (বিবিএল) থেকে ছিটকে গেলেন টম কারেন। শনিবার সিডনি সিক্সার্স বনাম মেলবোর্ন স্টার্স ম্যাচে চোট পেয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁর ছিটকে যাওয়ার খবর জানানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে আপাতত নিজের দেশ ইংল্যান্ডে ফিরে যাবেন কারেন। কতটা চোট পেয়েছেন এবং কী ভাবে তা সারিয়ে তোলা যাবে সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। আইপিএলের মিনি নিলামে তাঁকে ১.৫ কোটি টাকায় কিনেছে আরসিবি। আইপিএল থেকেও কারেন ছিটকে গেলে তা আরসিবি-র কাছে বড় ধাক্কা হতে পারে। বিবিএলে সময়টা খুব ভাল যায়নি কারেনের কাছে। চার ম্যাচে মাত্র চারটি উইকেট পেয়েছেন তিনি। প্রতিযোগিতার মাঝে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করায় চার ম্যাচ নির্বাসিত করা হয় তাঁকে। পরে নিজের কাজের জন্য সেই আম্পায়ারের কাছে ক্ষমা চেয়ে মাঠে ফিরতে হয়।

বিগ ব্যাশের একটি ম্যাচে বল করার ঠিক আগে কারেন পিচের ধারে গা ঘামাচ্ছিলেন। তখন চতুর্থ আম্পায়ার তাঁকে গিয়ে বলেছিলেন, কারেন পিচের খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি যেন সরে আসেন। কারেন তা না শুনে উল্টে আম্পায়ারকেই পিচ থেকে সরে দাঁড়াতে বলেছিলেন। এর পর হঠাৎই বোলিং করার জন্য দৌড় শুরু করে দিয়েছিলেন। আর একটু হলেই আম্পায়ারের সঙ্গে সংঘর্ষ হত। শেষ মুহূর্তে ওই আম্পায়ার নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এর পরেই আয়োজকদের কাছে কারেনের নামে রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন আম্পায়ার। সেই ঘটনা নিয়ে কারেন বলেছিলেন, ম্যাচের আগে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় আম্পায়ার কুরেশির সঙ্গে কথাবার্তাতে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ম্যাচের উপরেই তখন আমার ফোকাস ছিল। আম্পায়ারের সঙ্গে ঝামেলা হবে, এটা বুঝতেই পারিনি। কিন্তু আমার আচরণের জন্য কুরেশি এবং সিডনি সিক্সার্সের উপর যে প্রভাব পড়েছে তার জন্য ক্ষমা চাইছি। কুরেশি দাঁড়িয়ে থাকার সময় ওর দিকে বোলিং করতে ছুটে যাওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। ওঁকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

রোহিত, বিরাটের পর শামির টি২০ ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

পেসারের সঙ্গে বসতে চাইছেন নির্বাচকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে থাকাকালীনই রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন নির্বাচকেরা। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানতে চেয়েছিলেন। সেই সিরিজে ছিলেন না মহম্মদ শামি। চোটের জন্য তিনি বাইরে। এ বার শামির সঙ্গে নির্বাচকেরা আলাদা করে বসতে চাইছেন বলে জানা গিয়েছে।

সম্প্রতি অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন শামি। ইংল্যান্ড সিরিজের আগে ফিট হয়ে ওঠার লক্ষ্যে তিনি অনুশীলনও শুরু করেছেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু শামি নিজেকে নিয়ে কী ভাবছেন, তাঁর পরিকল্পনা কী সেটাই জেনে নিতে চাইছেন নির্বাচকেরা। নিজেদের পরিকল্পনাও তাঁরা জানাতে চান। টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটে শামি অনেক দিন ধরেই রয়েছেন। আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের হয়েও খেলছেন। কিন্তু টি-টোয়েন্টিতে জাতীয় দলের হয়ে তাঁকে অনেক দিন ধরেই দেখা যাচ্ছে না। নির্বাচকেরাও তাঁকে ভাবছেন না। শামির নিজেরও কোনও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। ফলে আগামী দিনে শামির টি-টোয়েন্টি ভবিষ্যৎ ঠিক হয়ে যেতে পারে।

নির্বাচকেরা জানতে চাইবেন, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে শামির পরিকল্পনা কী? টেস্টে শামিকে ভবিষ্যতেও খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আইপিএলও তিনি খেলবেন। কিন্তু এক দিনের ক্রিকেট এবং টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে তাঁকে আগামী দিনে দেখা যাবে কি না, সেটাই বোঝা যাবে নির্বাচকদের সঙ্গে বৈঠকে।

আট গোলের নাটক! স্প্যানিশ সুপার কাপে মাদ্রিদ ডার্বিতে শেষ হাসি রিয়ালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্ধারিত সময়ে খেলা শেষ হল ৩-৩ ব্যবধানে। অতিরিক্ত সময়ে হল আরও দু'গোল। শেষ পর্যন্ত আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে চলে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের স্মৃতি মনে পড়িয়ে দিয়েছে তারা। পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতল তারা। রবিবার বার্সেলোনা বনাম ওসাসুনা ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলবে রিয়াল।

সৌদি আরবের রিয়াধে এই ম্যাচ হয়েছে। বুধবার রাতে আতলেতিকোই এগিয়ে গিয়েছিল। ৬ মিনিটের মাথায় আঁতোয়া গ্রিজম্যানের ক্রস থেকে আতলেতিকোকে এগিয়ে দেন মারিয়ো এর্মোসো। কিন্তু রিয়াল ঘুরে দাঁড়ায়। ২০ মিনিটে আন্দ্রে শনিয়া রুডিগার এবং ২৯ মিনিটে ফারল্যান্ড মেন্ডির গোলে ২-১ এগিয়ে যায় তারা।

প্রথমার্ধেই সমতা ফেরান গ্রিজম্যান। বক্সের বাইরে থেকে রিয়াল ডিফেন্সকে বোকা বানিয়ে বল জালে জড়ান তিনি। আতলেতিকোর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোল (১৭৫) করার নজির গড়লেন তিনি। টপকালেন লুই আরাগোনেসকে। টানা তিন ম্যাচে গোল না পাওয়ার পর অবশেষে খরা কাটালেন। তার পরেও রিয়ালের হারের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। আতলেতিকোর একটি আক্রমণ বাঁচাতে গিয়ে রিয়ালের রুডিগারের গায়ে লেগে নিজের গোলেই বল ঢুকে যায়। গোলকিপার কেপা আরিজাবালাগার ভুলে পিছিয়ে পড়ে রিয়াল। তার পরেই প্রত্যাবর্তন রিয়ালের। ৮৫ মিনিটে দারুণ গোল করেন দানি কার্ভাজাল। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন রিয়ালের। ১১৬ মিনিটে কার্ভাজালের ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে স্টেফান স্যাভিচ আত্মঘাতী গোল করেন। যদিও সেই গোলটি দেওয়া হয়েছে রিয়ালের জোসেলুর নামে। ম্যাচের শেষ মিনিটে অসাধারণ গোল ব্রাহিম দিয়াজের। আতলেতিকোর কর্নারের সময় গোলকিপার উঠে এসেছিলেন। রিয়াল সেই বল ক্লিয়ার করার পর ব্রাহিম দৌড়ে গিয়ে বাকিদের টপকে প্রায় মাঝমাঠ থেকে শটে বল জালে জড়ান। প্রত্যাবর্তন দেখা গেল লিগ কাপেও। লিভারপুল ২-১ হারাল ফুলহ্যামকে। ঘরের মাঠে অ্যানফিল্ডে ১৯ মিনিটে উইলিয়ানের গোলে পিছিয়ে পড়ে লিভারপুল। ভার্জিল ফান ডাইক ভুল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে এক সঙ্গে দু'টি পরিবর্তন করেন কোচ জুরগেন ক্লপ। নামান ডারউইন নুনেজ এবং কোডি গাকপোকে। সেটাই ম্যাচের ফল বদলে দেয়। কার্টিস জোন্স এবং গাকপো গোল করেন।

আফগানদের বিরুদ্ধে জিতল টিম ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুন মাসে টি-২০ বিশ্বকাপ । কাপযুদ্ধের আগে এটাই ভারতের শেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ। মার্চে আইপিএল হলেও, আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ খুবই কম। আর মাত্র দুটি ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে 'মেন ইন ব্লু' ব্রিগেড। এমন প্রেক্ষাপটে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে ৬ উইকেটে জয় পেলেও, রোহিত শর্মা কিন্তু শুভমান গিলের মানসিকতা দেখে একেবারেই সন্তুষ্ট হবেন না। এটা স্কুলে যাওয়া বাচ্চা ছেলেও জানে। যদিও ধাক্কা কাটিয়ে ভারতের মান বাঁচালেন শিবম দুবে। ২০ ওভারের ফরম্যাটে তাঁর দ্বিতীয় অর্ধ শতরান, ভারতকে জয় এনে দিল। শেষদিকে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন জীতেশ শর্মা এবং রিঙ্কু সিং।

বিরাট কোহলি এই ম্যাচ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। সূর্যকুমার যাদব ও হার্দিক পাণ্ডিয়া চোটের জন্য দলের বাইরে। কিন্তু হোম গাউন্ডে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ শুভমান গিল। তাঁরর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির জন্য রান তাড়া করতে নেমে ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই রান আউট হয়ে যান রোহিত। অধিনায়ক মেজাজ গরম করে মাঠ ছাড়লেও, শুভমান আগ্রাসী মেজাজে রান তুলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু দাপট দেখাতে পারলেন না। মুজিব উর রহমানকে অহেতুক স্টেপ আউট করে মারতে গিয়ে নিজের উইকেট ছুড়ে ১২ বলে ২৩ রানে ফিরলেন পাঞ্জাব তনয়। ২৮ রানে ২ উইকেট হারায় ভারত।

তবে চাপের কাছে মাথানত করেননি তিলক বার্মা। এই বাঁহাতি শিবম দুবে-কে নিয়ে একেবারে মারমুখী মেজাজে রান তুলতে শুরু করেন। তবে তিলকের ইনিংস বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেনি। আজমতুল্লাহ ওমরজাইকে মারতে গেলে ডিপ স্কোয়ার লেগে তাঁর দারুণ ক্যাচ ধরেন গুলবাদিন নাইব। ২২ বলে ২৬ রানে ফিরে যান তিলক। ফলে ৭২ রানে ৩ উইকেট হারায় ভারত। যদিও জীতেশকে নিয়ে রুখে দাঁড়ান শিবম। দুজন চতুর্থ উইকেটে চোখের নিমেষে ৪৫ রান যোগ করেন। এর পর জীতেশ ব্যক্তিগত ৩১ রানে ফিরলেও ম্যাচ জিততে বেগ পেতে হয়নি।

বিরাটের নাম শুনে চিনতেই পারলেন না ব্রাজিলের রোনাল্ডো!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরাট কোহলি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ক্রিকেটার হতে পারেন, সমাজমাধ্যমে তাঁর প্রচুর 'ফলোয়ার' থাকতে পারে, কিন্তু ক্রিকেট খেলে না এমন দেশে যে এখনও তাঁর জনপ্রিয়তা কম, সেটা বোঝা গেল। কোহলির নাম শুনে চিনতেই পারলেন না ব্রাজিলের রোনাল্ডো। এক ইউটিউবারের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি তিনি।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে এখনও সে ভাবে জনপ্রিয় নয় ক্রিকেট। পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো অবশ্য কোহলিকে চেনেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কও রোনাল্ডোকে সমীহ করেন। কিন্তু রোনাল্ডো নাজারিয়ো ডে লিমা, যিনি পরিচিত 'বড় রোনাল্ডো' নামেই, তিনি কোহলিকে চিনতে পারলেন না।

সম্প্রতি রোনাল্ডোর সঙ্গে দেখা করেছিলেন ইউটিউবার 'স্পিড'। তিনি রোনাল্ডোকে প্রশ্ন করেন, তআপনি বিরাট কোহলিকে চেনেন?দ ২০০২-এর বিশ্বকাপজয়ী উত্তর দেন, তকে?দ স্পিড বলেন, তভারতের বিরাট কোহলি।দ রোনাল্ডোর উত্তর, তনা।দ বিস্ময় প্রকাশ করে স্পিড বলেন, তআপনি বিরাট কোহলিকে চেনেন না!দ জবাবে রোনাল্ডো বলেন, তও কে? কোনও খেলোয়াড় নাকি?দ উত্তর দিয়ে স্পিড বলেন, তও একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়।দ তার পরে রোনাল্ডো বলেন, তও এখানে সে রকম জনপ্রিয় নয়। তাই হয়তো চিনি না। স্পিড বলেন, তহ্যাঁ সেটা হতে পারে। কিন্তু ও সেরা ক্রিকেটার। অনেকটা বাবর আজমের মতো। আপনি কখনও কোহলিকে দেখেননি?দ রোনাল্ডোর উত্তর, তনা। কখনও দেখিনি।

তবে কোহলির ভক্তেরা অবাক। তাঁদের দাবি, কোহলিকে যেখানে গোটা বিশ্ব চেনে, সেখানে রোনাল্ডোর মতো এত জনপ্রিয় একজন ফুটবলারের কাছে কী ভাবে তিনি অচেনা হতে পারেন?

বিশ্বকাপজয়ী বনাম ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগে টেনিস-ক্রিকেটের মেলবন্ধন

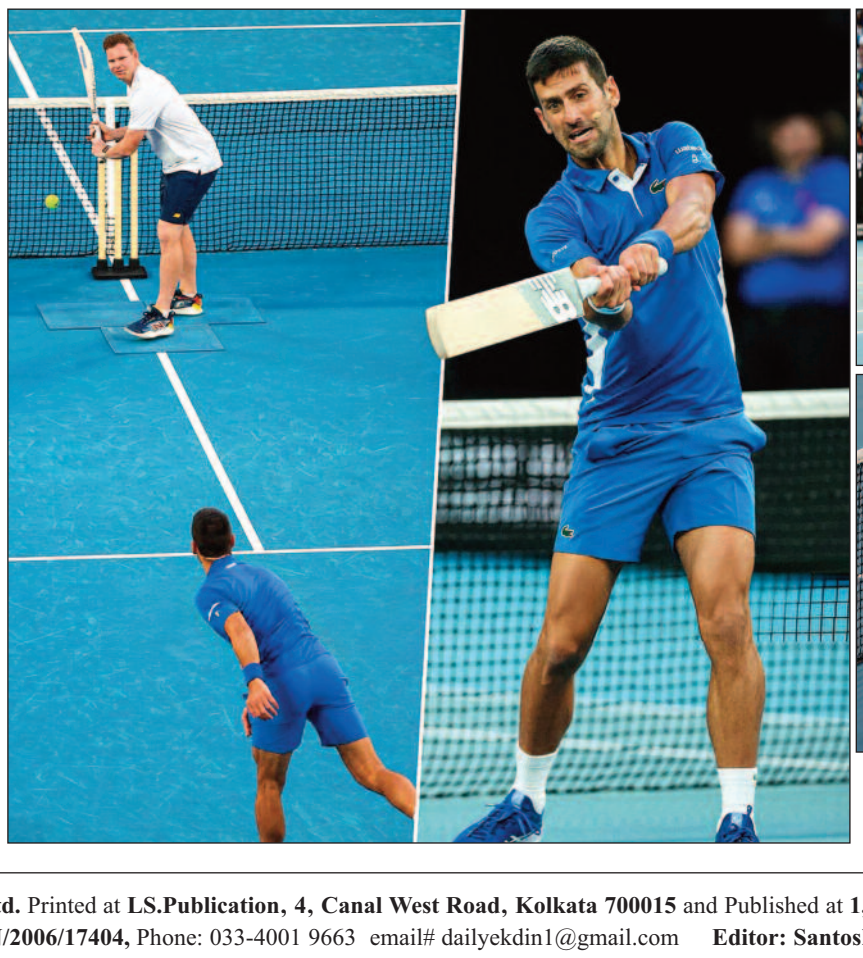

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। তার আগে অভিনব টেনিস এবং ক্রিকেট দেখল মেলবোর্ন। এক দিকে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন তথা টেনিসবিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় নোভাক জোকোভিচ। অপর দিকে দু'বারের বিশ্বকাপজয়ী স্টিভ স্মিথ। ক্রিকেটার এবং টেনিস খেলোয়াড়ের এই প্রদর্শনী ম্যাচে ব্যাপক সাড়া মিলল স্থানীয় সমর্থকদের। শুধু তাই নয়, এর পর জোকোভিচকে দেখা গেল ক্রিকেট খেলতে।

জোকোভিচ নিজে টেনিস খেলোয়াড়। তিনি যে ভাল খেলবেনই এটা জানা কথা। দর্শকেরা অবাক হয়েছেন স্মিথের খেলা দেখে। ক্রিকেট মাঠে স্মিথ বিভিন্ন ধরনের শট মেরে থাকেন। কিন্তু টেনিস র‍্যাকেট হাতেও যে স্বচ্ছন্দ তা কে জানত! জোকোভিচ একটি সপাটে সার্ভিস করেছিলেন। সেটি রিটার্ন করেন স্মিথ। অসি ক্রিকেটারের নিখুঁত রিটার্ন দেখে অবাক হয়ে যান জোকোভিচ। মাথা নীচু করে কুর্নিশ করেন স্মিথকে।

এখানেই থামেননি জোকোভিচ। কোর্টের মধ্যেই নিয়ে আসা হয় স্টাম্প এবং ব্যাট। জোকোভিচ ব্যাটারের ভূমিকায়। তাঁকে বল করেন স্মিথ। দু'-একটি বল মিস্ করলেও একটি ভাল শট মারেন জোকোভিচ।

ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ ছিল না এ দিনের কার্যক্রম। হঠাৎ কোর্টে চলে আসেন বাস্কেটবল তারকা লেব্রন জেমস। কোর্টের মধ্যে একটি পোস্টে অস্থায়ী ভাবে বাস্কেট রাখা হয়। জেমস একটি বল উঁচু করে ভাসিয়ে দেন। সেটি বাস্কেটে ভরে জেমসের মতোই উচ্ছ্বাস করতে থাকেন তিনি। দেখে জেমস নিজেও হেসে ফেলেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**